ছ্বহীহ্ ছ্বালাত

রাসূল ﷺ -এর ছ্বহীহ্ হাদীছ অনুসারে অন্তত দুই রাকা'ত নামায ছ্বহীহ হওয়ার জন্য নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ন্যূনতম ৪০টি আমল করতে হয়। আপনার নামাযে এ ৪০টি আমল করা হয় কিনা তা একবার এ বইয়ে উল্লিখিত 'রাসূল ﷺ -এর নামায অনুকরণে নামায পড়ার ছ্বহীহ্ পদ্ধতি' বিষয়ের সাথে মিলিয়ে দেখুন।

اَلصَّلٰوةُ الصَّحِيْحَةُ

মূল

ছ্বিফাতু ছ্বালাতিন নবী ﷺ

আশ্‌শায়খ মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন আলবানী (রাহঃ)

সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

আবুল কালাম আযাদ

নামাযে দাঁড়ানো, রুকূ' এবং বসা
এ তিন অবস্থানের নমুনা চিত্র



ছবি সূত্রঃ নবী (ছঃ) এর নামাযের পদ্ধতিঃ
পশ্চিম দ্বীরা ইসলামী সেন্টার রিয়াদ, সৌদি আরব।

ছ্বহীহ্ ছ্বালাত

মূল

ছ্বিফাতু ছ্বালাতিন নবী ﷺ

আশ্‌শায়খ মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন আলবানী (রাহঃ)

(সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)

সংক্ষেপন, সংকলন, সংযোজন ও সম্পাদনায়

আবুল কালাম আযাদ

সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রথম প্রকাশ : রমজান, ১৪৩৪ হিঃ জুলাই, ২০১৩ ইং।
দ্বিতীয় সংস্করণ : রবিউচ্ছানী, ১৪৩৫ হিঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ ইং।
তৃতীয় সংস্করণ : রজব, ১৪৩৫ হিঃ মে, ২০১৪ ইং।

প্রকাশনায়

আযাদ প্রকাশন

১৯, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

কম্পিউটার প্রসেস: **সাইলেন্স**
হোটেল ইন্টারন্যাশনাল (৪র্থ তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মূল্য : ৩৬.০০ টাকা মাত্র।

পরিবেশক

আযাদ বুক্‌স

১৯, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন : ৬২৩৬০২

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

রাসূল ﷺ নামায পড়তেন যেভাবে আমাদেরকেও নামায পড়তে হবে সেভাবে

* যেকোনো নামায রাসূল ﷺ-এর অনুকরণে পড়তে হবে। ছ্বহীহ্ হাদীছের বিপরীতে কোনো ইমাম কিংবা মজহাবের অনুসরণ করে যে নামায পড়া হবে, তা ছ্বহীহ্ হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ.

তোমরা সেভাবেই নামায পড়ো যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছো।

(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৬৩১)

* নামাযে রুকূ'-সেজদা সঠিকভাবে আদায় করতে হবে। অন্যথায় পুরো জীবন নামায পড়লেও তা কবুল হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّيْ سِتِّيْنَ سَنَةً وَمَا تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ. وَلَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَلاَ يُتِمُّ السُّجُوْدَ وَيُتِمُّ السُّجُوْدَ وَلاَ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ.

নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি ষাট বছর ধরে নামায পড়ে অথচ তার নামায কবুল করা হয় না। কেননা, সে রুকূ' পূর্ণ করলেও সেজদা পূর্ণ করে না। আবার সে সেজদা পূর্ণ করলেও রুকূ' পূর্ণ করে না। *(সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ্ছহীহা আলবানী, হা: নং ২৫৩৫)*

* যেকোনো আমল রাসূল ﷺ-এর আমল অনুসারে হতে হবে। না হয় তা গ্রহণযোগ্য হবে না। রাসূল ﷺ বলেছেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করলো যা করার জন্য আমাদের কোনো নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য নয়। *(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আক্বদিয়া: হা: নং ৪৪৯৩)*

* ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) বলেছেন:

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ.

আমার মজহাব অর্থাৎ আমার মত হলো ছ্বহীহ্ হাদীছ অনুযায়ী আমল করতে হবে। *(মুকাদ্দমা: ফতোয়ায়ে আলমগীরী; রসমুল মুফতী: ১ম খণ্ড)*

তিনি আরো বলেছেন:

إِنْ تَوَجَّهَ لَكُمْ دَلِيْلٌ فَقُوْلُوْا بِهِ.

'যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের জন্য দলীল প্রকাশ হয়ে যায়- তাহলে তোমরা তদনুযায়ী কথা বলবে (অর্থাৎ তখন দলীল অনুযায়ী আমল করতে হবে; কারো কথা অনুযায়ী অন্ধভাবে আমল করা যাবে না)।' *(রদ্দুল মুখতার: ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৭)*

রাসূল ﷺ-এর নামায অনুকরণে নামায পড়ার ছ্বহীহ্ পদ্ধতি

০১. নামাযের জন্য প্রথমে পূর্ণভাবে অযু করা এবং প্রয়োজনে পরিপূর্ণভাবে পবিত্র হওয়া:

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا...

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল এবং দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধুবে ও মাথা মসহ করবে এবং পা ধুবে গোড়ালি পর্যন্ত। আর যদি অপবিত্র অবস্থায় থাকো, তাহলে গোসল করে পূর্ণ পবিত্রতা লাভ করবে।[১] *(সূরা নং ৫ আল মাইদা: আ: নং ৬)*

রাসূল ﷺ এক অশুদ্ধভাবে নামায আদায়কারীকে তার নামায শুদ্ধ করে দিতে গিয়ে বলেছেন:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلٰوةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ.

তুমি যখন নামায পড়তে দাঁড়াবে তখন পূর্ণভাবে অযু করবে।

(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল ইস্তিজান, হা: নং ৬২৫১)

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ...

আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: পবিত্রতা ছাড়া কোনো নামায কবুল হয় না। ... *(ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবুত ত্বহারাত, হা: নং ৫৩৫)*

০২. নিয়্যত করা:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى...

সমস্ত কাজ নিয়্যতের ওপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে যা সে নিয়্যত করেছে।[২] *(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবু বদয়িল ওয়াহী, হা: নং ১)*

---

১. 'পূর্ণ পবিত্রতা লাভ করবে' অর্থ: গোসল ফরয হলে গোসল করা।

২. নামায বা যেকোনো আমলের আসল নিয়্যত হলো মনের নিয়্যত। নামাযের ক্ষেত্রে নিয়্যত হবে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম মানা ও তাতে ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে যে নামায পড়া হবে এবং যত রাকা'ত পড়া হবে তা মনে মনে স্থির করার নাম হলো নিয়্যত। এ নিয়্যত আরবী বা বাংলায় মুখে

০৩. জায়নামায অর্থাৎ নামাযের জায়গায় ক্বেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো:

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী

... فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ..

(নামাযে) মসজিদে হারামের দিকে তোমার মুখ ফেরাও। আর তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন, তার দিকেই তোমাদের মুখ করে নামায পড়বে। *(সূরা নং ২ আল বাক্বারা: আ: নং ১৪৪)*

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: (মক্কা বিজয়ের দিন) নবী ﷺ যখন কা'বার ভেতরে প্রবেশ করেন, তখন তার সকল দিকে দু'আ করেন এবং সেখানে কোনো নামায না পড়ে বেরিয়ে আসেন এবং বের হবার পর কা'বার সামনে দু'রাকা'ত নামায পড়েন। অতঃপর বললেন: هٰذِهِ الْقِبْلَةُ এটাই ক্বেবলা। *(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুছ্ছালাত, হা: নং ৩৯৮)*

০৪. দাঁড়ানোর পর দু'হাত কাঁধ কিংবা কান বরাবর ওঠিয়ে 'আল্লাহ্ আকবার' (তাকবীর তাহরীমা) বলে বুকের উপর বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা:

তাকবীর বলা ও হাত ওঠানো:

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلٰوةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتّٰى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ...

আমি নবী ﷺ-কে তাকবীর দিয়ে নামায শুরু করতে দেখেছি। তিনি যখন তাকবীর বলতেন তখন তাঁর উভয় হাত কাঁধ বরাবর ওঠাতেন। ... *(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৭৩৮)*

হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ ...

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাকবীর বলতেন, তখন কান পর্যন্ত উভয় হাত ওঠাতেন .....।[১] *(ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবুছ্ছালাত, হা: নং ৮৬৫)*

বুকের উপর হাত রাখা বা হাত বাঁধা:

হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

পড়া একটি বিদা'ত। কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাউকে মুখে নিয়্যত পড়তে বলেননি এবং তিনি নিজেও মুখে নিয়্যত পড়েছেন এমন কোনো বর্ণনা বর্ণিত হয়নি। তাই নিয়্যত করা ফরয, মুখে পড়া বিদা'ত।

১. তাকবীর তাহরীমার সাথে হাত ওঠানোর নমুনা শেষ পৃষ্ঠায় চিত্র নং ১ ও ২ দেখুন। এ ক্ষেত্রে হাত ওঠানোর সময় দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় দুই কানের লতি স্পর্শ করা কিংবা লতি পর্যন্ত ওঠানোর ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছ ছ্বহীহ্ নয়। সূত্র: ছ্বহীহ্ ও য'য়ীফ তাহক্বীক্ব আলবানী সুনানু আবি দাউদ: হা: নং ৭৩৭; সুনানু আন নাসায়ী: হা: নং ৮৮৩; সুনানু আততিরমিজী: হা: নং ২২৭-২২৮। উল্লিখিত হাদীছসমূহ য'য়ীফ।

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى عَلٰى صَدْرِهِ.

আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে নামায পড়েছি। (আমি দেখেছি) তিনি তাঁর বাম হাতের উপর ডান হাত তাঁর বুকের উপর রেখেছেন।

(ছুহীহ্ ইবনে খুযাইমা: কিতাবুছ্ছালাত, হা: নং ৪৭৯)

হযরত আবু তাওবা সূত্র পরম্পরায় হযরত তাউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَضَعُ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلٰى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلٰوةِ.

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নামাযে ডান হাত তাঁর বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর শক্ত করে বেঁধে রাখতেন।

(সুনানু আবি দাউদ: কিতাবুছ্ছালাত, হা: নং ৭৫৯ আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছুহীহ)

হযরত হুলব আতত্বায়ী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি নবী ﷺ-কে নামাযে তাঁর বুকের উপর দু'পাশের হাড্ডির সংযোগ স্থলে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতে দেখেছি।"[১] *(মুসনাদে আহমদ: হা: নং ২২৩১৩ তাহক্বীক্ব ছুহীহ্)*

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "নামাযে লোকদেরকে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখার নির্দেশ দেয়া হতো। বর্ণনাকারীর একজন আবু হাযেম বলেন, এ কাজটিকে আমি নবী ﷺ-এর কাজ বলেই জানি।[২] *(ছুহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৭৪০)*

০৫. বুকে হাত রাখা বা বাঁধার পর বিনয়ের সাথে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি (নামাযের শেষ পর্যন্ত সকল পর্যায়ে) একমাত্র সেজদার জায়গায় নিবদ্ধ রাখা:

বিনয়ের সাথে দাঁড়ানো:

মহান আল্লাহ্র বাণী: وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ. আল্লাহ্র সম্মুখে এমনভাবে দাঁড়াও যেমন অনুগত দাস বিনয়ের সাথে দাঁড়ায়।

(সূরা: নং ২ আল বাক্বারা: আ: নং ২৩৮)

১: বুকের উপর দুই হাত রাখার নমুনা শেষ পৃষ্ঠায় চিত্র নং ৩ ও ৪ দেখুন।

২. উল্লেখ্য, ছুহীহ্ আল বুখারীর এ হাদীছটিতেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাযে বুকের উপর হাত রাখাই বাস্তবসম্মত। তার কারণ হলো বাম হাতের উপর ডান হাত বুকের উপরই রাখা যায়। নাভির উপর কিংবা নিচে রাখা যায় না। নাভির উপর কিংবা নিচে রাখতে হলে বাম হাতের কব্জি ডান হাতের কব্জি দিয়ে ধরে রাখতে হবে। অথচ হাদীছে বলা হয়েছে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার কথা। কব্জি ধরে রাখার কথা বলা হয়নি।

নামাযে 'তাকবীর তাহরীমা' (আল্লাহু আকবার বলে হাত ওঠানোর পর পুরুষ ও মহিলা উভয়েই বাম হাতের উপর ডান হাত বুকের উপর রাখাই সুন্নাত। যারা বলেন, "নামাযে পুরুষ তার দুই হাত নাভির নিচে এবং মহিলা তার দুই হাত বুকের উপর রাখবে কিংবা বাঁধবে" তাদের এ কথা সঠিক নয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: 'রাসূল ﷺ-এর জামা'তে নামায' বইয়ের নবম অধ্যায় পয়েন্ট নং ৪।

হযরত ইমরান ইবনে হুছ্বাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার অর্শরোগ (Piles) ছিলো। তাই আমি নবী ﷺ-কে নামায আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন:

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। যদি এতে সক্ষম না হও তাহলে বসে নামায পড়বে। আর তাতেও সক্ষম না হলে শুয়ে শুয়ে নামায আদায় করবে।

নামায দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। তা না হলে যেভাবে পড়া যায় সেভাবেই পড়তে হবে। তবে নফল নামায বসে পড়া যায়। কিন্তু তাঁর ছওয়াব হবে অর্ধেক।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল 'আছ্ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি অবহিত হয়েছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

صَلٰوةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا، نِصْفُ الصَّلٰوةِ.

কারো বসে নামায পড়া দাঁড়িয়ে নামায পড়ার অর্ধেক ছওয়াব।

(ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবু ছ্বলাতিল মুসাফিরীনা ওয়া ক্বাছ্বরিহা, হা: নং ১৭১৫)

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত কোনো দিন বসে নামায আদায় করতে দেখিনি। বৃদ্ধ বয়সে তিনি বসে সূরা পাঠ করতেন। ত্রিশ অথবা চল্লিশ আয়াত বাকি থাকতে তিনি দাঁড়িয়ে তা শেষ করে রুকূ'-সেজদা করতেন। *(সুনানু আবি দাউদ: কিতাবুছ্ছালাত, হা: নং ৯৩৫ (আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)*

কোনো কারণে বসে নামায পড়ার সময় বালিশ কিংবা ছোট টেবিল অথবা কোনো কিছুর ওপর সেজদা দেয়া উচিত নয়।

হযরত ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

عَادَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ مَرِيْضًا وَأَنَا مَعَهُ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى عَوْدٍ، فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْعَوْدِ. فَأَوْمَا إِلَيْهِ فَطَرَحَ الْعَوْدُ. وَأَخَذَ وَسَادَةً. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: دَعْهَا عَنْكَ. إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ، وَإِلاَّ فَأَوْمِ إِيْمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُوْدَكَ. أَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِكَ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ছ্বাহাবীদের মধ্যে এক পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে যান। (ইবনে উমর বলেন) আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি তার নিকট প্রবেশ করে দেখতে পেলেন সে ব্যক্তি একখণ্ড কাঠের উপর কপাল রেখে ইশারায় নামায পড়ছে। তিনি (রাসূল ﷺ) তা টেনে ফেলে দিলেন। অতঃপর সে ব্যক্তি একটি বালিশ নিলেন। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেন: তুমি তোমার এ বালিশও বাদ দাও। যদি সম্ভব হয় মাটির উপর

নামায পড়ো। আর তা না হলে ইশারায় নামায পড়ো এবং রুকূ'র তুলনায় সেজদায় মাথা একটু বেশি নিচু করবে।

(সিলসিলাতুল আহাদীছ আচ্ছ্বহীহা: আলবানী, হা: নং ৩২৩)

দৃষ্টি একমাত্র সেজদার জায়গায় রাখা:

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ আনাসকে বলেছেন:

يَا أَنَسُ اِجْعَلْ بَصَرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ.

হে আনাস! (নামাযে) তোমার দৃষ্টিকে সেখানেই নিবদ্ধ রাখবে যেখানে তুমি সেজদা দেবে।[১] *(মিশকাতুল মাছ্বাবীহ: কিতাবুছ্ছালাত, হা: নং ৯৯৬)*

হযরত আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

لاَيَزَالُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِيْ صَلاَتِهِ مَالَمْ يَلْتَفِتْ. فَإِذَا الْتَفَتَ اِنْصَرَفَ عَنْهُ.

বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দৃষ্টি তার দিকে থাকে। আর যখন সে এদিক সেদিক তাকায়, তখন আল্লাহও তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।[২]

(সুনানু আবি দাউদ: কিতাবুছ্ছালাত, হা: নং ৯০৯, আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে হাসান)

০৬. বুকে হাত বেঁধে দাঁড়ানোর পর 'ছানা' পড়া:

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ্ ﷺ 'তাকবীর তাহরীমা' বলার পর তাকবীর ও ক্বিরা'তের মাঝখানে কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতামাতা আপনার ওপর কুরবানী হোক, আপনি তাকবীর ও ক্বিরাআত পড়ার মাঝে যখন চুপ থাকেন তখন আপনি কি পড়েন আমাকে বলুন। তিনি বললেন, আমি পড়ি:

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

হে আল্লাহ! তুমি আমার ও আমার গুনাহ্র মাঝে এরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যেভাবে তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছ। হে আল্লাহ্!

---

১. অবশ্য এ হাদীসটি হাদীছ বিশারদ 'উক্বাইলী তাঁর 'আদদ্বোফা' গ্রন্থে য'য়ীফ বলেছেন। তবে আলবানী বলেছেন এ বিষয়ে অন্য হাদীছসমূহের সমর্থন থাকার কারণে নামাযে দৃষ্টি শুধু সেজদার জায়াগায় রাখাই হলো সঠিক। (ছ্বহীহ্ ও য'য়ীফ তাহক্বীক্ব মিশকাতুল মাছ্বাবীহ, আলবানী পৃ: নং ৩১৫)

২. যারা বলেন- "নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় সেজদার জায়গায়, রুকূ' অবস্থায় দুই পায়ের পাতার উপর এবং বসা অবস্থায় কোলের উপর দৃষ্টি রাখবে" তাদের এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। সুতরাং যারা নামাযে দৃষ্টি ভাগ করে রাখে তাদের দৃষ্টি রাখা সঠিক নয়।
উল্লেখ্য, রুকূ'তে দুই পায়ের ওপর দৃষ্টি রাখা হলে রুকূ'তে পিঠের সাথে মাথা সোজা রাখা বাস্তবেও সম্ভব নয়। অথচ রুকূ'তে মাথার সাথে পিঠ সোজা রাখা ওয়াজিব। তাই রুকূ'র সময়ও দৃষ্টি সেজদার জায়গায় রাখাই বাস্তবসম্মত।

তুমি আমাকে আমার পাপরাশি থেকে এমনভাবে পবিত্র করো, যেভাবে ময়লা থেকে ধবধবে সাদা কাপড় পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহসমূহ হিমশীতল পানি দিয়ে ধুয়ে দাও।

(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৭৪৪)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে নামায পড়ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি (তাকবীর তাহরীমার পর) বলে ওঠলো:

اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا.

অর্থ: "আল্লাহ্ মহান, তিনি সর্বাবস্থায় বড়ো। আর সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, সর্বাবস্থায় তার প্রশংসা হবে বেশি বেশি এবং আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি সকাল ও সন্ধ্যায়।

(নামায শেষে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন: এ কথাগুলো কে বললো? সবার মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন: এ কথাগুলো আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। কারণ কথাগুলোর জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়েছিলো। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ কথা বলতে শোনার পর থেকে তার ওপর আমল করা আমি কখনো ছাড়িনি।

(ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবুল মসাজিদ ওয়া মওয়াদ্বিচ্ছ্বালাত, হা: নং ১৩৫৮)

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন:

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَاإِلٰهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণ: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়াতাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জ্বাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার নাম বরকতময় এবং তোমার মর্যাদা সর্বোচ্চে। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই।[১] *(সুনানু ইবনে মাজাহ্, কিতাবু ইক্বামাতিচ্ছ্বালাত, হা: নং ৮০৪, ৮০৬; আলবানীর তাহ্ক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)*

০৭. 'ছানা' পড়ার পর সূরা ফাতিহা পাঠের পূর্বে তা'উজ অর্থাৎ আ'উজু বিল্লাহ ... পড়া:

মহান আল্লাহ্র বাণী:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

---

১. ছানা পড়ার সময় উল্লিখিত 'ছানা' থেকে যে কোনো একটি বা একাধিক ছানা পড়া যায়।

তোমরা যখনই কুরআন পাঠ শুরু করবে তখনই বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চেয়ে নেবে। *(সূরা নং ১৬ নহল: আ: নং ৯৮)*
হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ (নামাযে কুরআন পাঠের শুরুতে এভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করে) বলতেন:

اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، وَهَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আ'উজু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজ্বীম, ওয়া হামযিহী, ওয়া নাফখিহী, ওয়া নাফছিহী।
অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই তার কুমন্ত্রণা থেকে, তার অহংকার থেকে, তার কু-কাব্য থেকে।
(সুনানু ইবনে মাজাহ্, কিতাবু ইক্বামাতিচ্ছালাত, হা: নং ৮০৮; আলবানীর তাহ্ক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

০৮. তা'উজ পড়ার পর তাসমিয়া অর্থাৎ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম সহ সূরা ফাতিহা পড়া এবং সূরা ফাতিহার সাত আয়াত সাত ওয়াক্বফে অর্থাৎ থেমে থেমে পাঠ করা:

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلَاةَ بِـ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾

নবী ﷺ, আবু বকর ও উমর (রাঃ) 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন' (অর্থাৎ সূরা আল ফাতিহা) দিয়ে নামায শুরু করতেন।
(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৭৪৩)

হযরত উবাদাহ ইবনে ছ্বামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَايَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার নামাযই হয় না।
(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৭৫৬)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

مَنْ صَلّٰى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ. يَقُوْلُهَا ثَلَاثًا.

যে ব্যক্তি নামায পড়লো, অথচ ফাতিহাতুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) পড়ল না তাহলে তার এ নামায ত্রুটিপূর্ণ অর্থাৎ অপূর্ণাঙ্গ। এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন। *(ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবুচ্ছ্বালাত, হা: নং ৮৭৮)*

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: "আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাত ও ইনজীলে উম্মুল কুরআন

(সূরা আল ফাতিহার) মতো কোনো সূরা নাযিল করেননি। এতে পুনঃ পুনঃ পড়ার মতো সাতটি আয়াত আছে। (আল্লাহ্ তা'আলা বলেন) এ সাতটি আয়াত হলো আমার ও আমার বান্দার মধ্যে (দু'ভাগে) বিভক্ত। এতে আমার বান্দা যা প্রার্থনা করে তা তার প্রাপ্য।

(সুনানু আন নাসায়ী: কিতাবুচ্ছ্বালাত, হা: নং ৯১৪ আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছুহীহ্)

সূরা আল ফাতিহাঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿٢﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٥﴾ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (১) আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন (২) আর-রাহমানির রাহীম (৩) মালিকি ইয়াওমিদ্দীন (৪) ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা'য়ীন (৫) ইহ্দিনাছ্ ছিরাত্বাল মুসতাকীম (৬) ছিরাত্বাল লাজীনা আন'আমতা 'আলাইহিম, গায়রিল মাগদ্বুবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্ব দ্বালীন (৭)। *(সূরা নং ১, আল ফাতিহা আয়াত নং ১ -৭)*

অর্থঃ (১) আল্লাহ্র নামে যিনি দয়াময় মেহেরবান। (২) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সারা জাহানের প্রভু। (৩) যিনি দয়াময় মেহেরবান। (৪) যিনি বিচার দিনের মালিক। (৫) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। (৬) আমাদেরকে সহজ-সরল পথ দেখাও। (৭) ঐসব লোকের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছো, ওদের পথে নয়– যারা অভিশপ্ত এবং যারা পথভ্রষ্ট।[১]

---

১. যেকোনো নামাযে এবং প্রতি রাকা'তে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। তাই জামা'তে নামাযেও ইমামের পেছনে মুক্তাদী যদি ইমামের ক্বিরাআত না শুনে যেমনঃ জুহর ও 'আছরের চার রাকা'তে, মাগরিবের তৃতীয় রাকা'তে এবং 'এশার শেষ দুই রাকা'তে এক্ষেত্রে মুক্তাদীকেও সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। অনুরূপভাবে কোনো কারণে যদি ফজরের দুই রাকা'তে, মাগরিব ও 'এশার প্রথম দুই রাকা'তে, জুমার নামাযে এবং দুই ঈদের নামাযে ইমামের ক্বিরাআত মুক্তাদী না শুনে, তাহলে ঐ সময়েও মুক্তাদীকে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। যেমনঃ জামা'ত বড় হবার কারণে পেছনের কাতারের মুক্তাদী যদি ইমামের ক্বিরাত না শোনে অথবা মাইক না থাকার কারণে না শোনে, তাহলে মুক্তাদী সূরা ফাতিহা না পড়লে মুক্তাদীর নামায পূর্ণ হবে না। অবশ্য ইমামের ক্বিরাআত যদি মুক্তাদী শোনে তাহলে মুক্তাদীকে সূরা ফাতিহাসহ কোনো ক্বিরাআত পড়তে হবে না। যারা বলেন, 'মুক্তাদীকে কোনো অবস্থায় সূরা ফাতিহাসহ কোনো ক্বিরাআত পড়তে হবে না' তাদের এ কথা ছুহীহ্ নয়। আবার যারা বলেন, 'মুক্তাদীকে যেকোনো অবস্থায় সূরা ফাতিহা পড়তে হবে' তাদের একথাও সঠিক নয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ 'রাসূল ﷺ-এর জামা'তে নামায' বইয়ের নবম অধ্যায় পয়েন্ট নং ২১, ২২ ও ২৩।

'বিসমিল্লাহ্' সূরা আল ফাতিহার প্রথম আয়াত:

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

إِذَا قَرَأْتُمُ الْفَاتِحَةَ فَاقْرَءُوْا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا.

তোমরা যখন সূরা ফাতিহা পড়বে তখন 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম'সহ পড়বে। কেননা 'বিসমিল্লাহ্' সূরা ফাতিহারই এক আয়াত।

(বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম: হাফেজ ইবনু হাজর আসক্বালানী: হা: নং ২৮২ (দারা কুত্বনী সূত্রে)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) অপর বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

إِذَا قَرَأْتُمُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاقْرَؤُوْا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ إِنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ إِحْدَاهَا.

তোমরা যখন 'আলহামদু লিল্লাহ্' (সূরা ফাতিহা) পাঠ করবে তখন 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সহ পড়বে। যেহেতু তা হলো কুরআনের জননী, কিতাবের মূল এবং বার বার পাঠযোগ্য সাতটি আয়াত। আর 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' তারই একটি আয়াত।[১]

(সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ্বহীহা: আলবানী, হা: নং ১১৮৩)

সূরা আল ফাতিহার সাত আয়াত সাত ওয়াক্বফে অর্থাৎ সাত আয়াতে থেমে থেমে পাঠ করা:

হযরত উম্মু সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ : يَقْرَأُ ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ ثُمَّ يَقِفُ ﴿اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ ثُمَّ يَقِفُ وَكَانَ يَقْرَأُهَا ﴿مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ক্বিরাআতে প্রতি আয়াত বিরতি দিয়ে দিয়ে পড়তেন। (উম্মু সালামা বলেন, রাসূল ﷺ) পাঠ করতেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ অতঃপর থামতেন। اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ অতঃপর থামতেন। مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (مَلِكِ এটা প্রাচীন ক্বিরাআত) অতঃপর থামতেন। এভাবে পুরো সূরা শেষ করতেন।[২] (সুনানু আত তিরমিজী: কিতাবুল ক্বিরাআত, হা: নং ২৯২৭; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

---

১. যারা বলেন, 'বিসমিল্লাহ্' সূরা আল ফাতিহার প্রথম আয়াত বা অংশ নয়' তাদের একথা সঠিক নয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: 'রাসূল ﷺ-এর জামা'তে নামায' বইয়ের নবম অধ্যায় পয়েন্ট নং ৬।

২. নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার সময় সাত আয়াত সাত ওয়াক্বফেই পাঠ করা সুন্নাত। যারা সূরা ফাতিহা দুই/তিন ওয়াক্বফে পাঠ করেন, তাদের এ পাঠ সুন্নাতের খেলাফ। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা ফাতিহার সাত আয়াত সাত ওয়াক্বফেই পাঠ করতেন। উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "তোমরা সেভাবেই নামায পড়ো যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছো।" তাই সূরা ফাতিহা ঐভাবে পড়া বাঞ্ছনীয়।

আবু দাউদের বর্ণনায় উম্মু সালামা (রাঃ) এর বর্ণনা হলো:

قِرَاءَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ ﴿اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ ﴿مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ﴾ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ اٰيَةً اٰيَةً.

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ক্বিরআত ছিলো: 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'[১] পড়ে থামতেন।' 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন' পড়ে থামতেন। 'আররাহমানির রাহীম' পড়ে থামতেন। 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' পড়ে থামতেন। এভাবে তাঁর ক্বিরাআত ছিলো প্রতিটি আয়াত বিরতি দিয়ে দিয়ে। *(ছহীহ আল বুখারী: কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন, হা: নং ৫০৪৬)*

হযরত আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে:

كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا. ثُمَّ قَرَأَ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ يَمُدُّ بِسْمِ اللهِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمٰنِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ.

নবী ﷺ-এর ক্বিরাআত কিরূপ ছিলো? তিনি বললেন: তাঁর ক্বিরাআত ছিলো টানা টানা। অতঃপর তিনি بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করলেন। এতে بِسْمِ اللهِ এর ل কে টানলেন, اَلرَّحْمٰنِ এর م এ টানলেন এবং اَلرَّحِيْمِ এর ح তে টানলেন।

(সুনানু আবি দাউদ: কিতাবুল হুরূফ ওয়াল ক্বিরাআত, হা: নং ৪০০১; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছহীহ্)

০৯. সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে اٰمِيْنَ (আ-মীন) বলা:

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন :

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ.

নামাযে ইমাম যখন 'আ-মীন' বলে তখন তোমরাও 'আ-মীন' বলো। কেননা, যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে) 'আ-মীন' বলতেন।[২]

(ছহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৭৮০)

---

১. সূরা আল ফাতিহার প্রথম আয়াত بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (١) এবং দ্বিতীয় আয়াত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (٢) . যারা বলেন, 'বিসমিল্লাহ্' সূরা ফাতিহার অংশ নয় এবং প্রথম আয়াতও নয়' তাদের একথা সঠিক নয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'রাসূল ﷺ-এর জামা'তে নামায' বইয়ের নবম অধ্যায় পয়েন্ট নং ৬।

২. রাসূল ﷺ যখন বড় আওয়াজে ক্বিরাআত পড়তেন, তখন বড় করে 'আমীন' বলতেন। তার প্রমাণ হলো এর পরবর্তী উল্লিখিত হাদীছসমূহ।

১০. সশব্দ অর্থাৎ বড় আওয়াজে ক্বিরাআত পড়ার সময় বড় করে 'আ-মীন' বলা:

হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ وَقَالَ آمِينَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ.

আমি নবী ﷺ-কে 'গাইরিল মাগদ্বুবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্ব-দ্বাল্লীন' পড়ার পর 'আ-মীন' বলতে শুনেছি এবং তিনি দীর্ঘ অর্থাৎ বড় করে 'আ-মীন' বলেছেন। *(সুনানু আত তিরমিজী: কিতাবুছ্ছালাত, হা: নং ২৪৮; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)*

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ آمِيْنَ.

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ শেষ করতেন তখন বড় করে আ-মীন বলতেন। *(সিলসিলাতুল আহাদীছ আচ্ছ্বহীহা: আলবানী, হা: নং ৪৬৪)*

হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قَالَ آمِيْنَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন (সূরা ফাতিহা) 'ওলাদ্ব-দ্বাল্লীন' বলে শেষ করতেন, তখন বড় করে 'আ-মীন' বলতেন।

(সুনানু আবি দাউদ: কিতাবুছ্ছালাত, হা: নং ৯৩২; আলবানীর তাহ্ক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا قَالَ ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قَالَ آمِيْنَ.

আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে 'ওয়ালাদ্ব-দ্বাল্লীন' বলার পর 'আ-মীন' বলতে শুনেছি। (আ-মীন অর্থ: কবুল করো হে আল্লাহ্)।

(সুনানু ইবনে মাজাহ্: কিতাবু ইক্বামাতিচ্ছ্বালাত, হা: নং ৮৫৪; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রাঃ)-এর অপর বর্ণনায় বর্ণিত:

أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَهَرَ بِآمِيْنَ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتّٰى رَأَيْتُ بَيَاضَ خَدِّهِ.

একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে নামায আদায় করেছেন। তাতে তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) সশব্দে (বড় করে) 'আ-মীন' বলেছেন এবং (নামায শেষে) ডানে ও বামে এমনভাবে সালাম ফিরালেন যে, আমি তার গণ্ডদেশের শুভ্রতাও দেখতে পেয়েছি।

(সুনানু আবি দাউদ: কিতাবুছ্ছালাত, হা: নং ৯৩৩; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর চাচাত ভাই হযরত আবু আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সূরা ফাতিহায়) 'গাইরিল

মাগদ্বুবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্ব-দ্বাল্লীন' পাঠের পর এত বড় করে 'আ-মীন' বলতেন যে, প্রথম কাতারে তাঁর নিকটবর্তী লোকেরাও তা শুনতে পেতো।" এক্ষেত্রে ইবনে মাজাহ্‌র বর্ধিত বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, "তাতে মসজিদে প্রতিধ্বনি হতো।"

(সুনানু আবি দাউদ: হা: নং ৯৩৪; সুনানু ইবনে মাজাহ্: হা: নং ৮৫৩। অবশ্য 'আলবানী' [রাহঃ] হাদীছ দু'টির সনদ য'য়ীফ বলেছেন)[১]

হযরত আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন:

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا قَالَ ﴿وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾ قَالَ اٰمِيْنَ فَسَمِعْنَا مِنْهُ.

আমি নবী ﷺ-এর সাথে নামায পড়েছি। তিনি যখন (সূরা ফাতিহা শেষে) "ওয়ালাদ্ব-দ্বাল্লীন" বলে 'আমীন' বলেছেন, তখন আমরা তাঁর থেকেই 'আমীন' শুনেছি। *(সুনানু ইবনে মাজাহ্: কিতাবু ইক্বামাতিছ্বালাত, হা: নং ৮৫৫; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)*

বড় করে 'আ-মীন' বলার ফযীলত:

উল্লেখ্য, সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে বড় করে 'আ-মীন' বলার মধ্যে যে ফযীলত রয়েছে তাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

ইমাম যখন সূরা ফাতিহা পাঠের সময় 'গাইরিল মাগদ্বুবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্ব-দ্বাল্লীন' বলবেন, তখন তোমরাও 'আ-মীন' বলবে। কেননা, যার আ-মীনের আওয়াজ ফেরেশতাদের আওয়াজের সাথে মিলে যাবে (অর্থাৎ এক সাথেই উচ্চারিত হবে) তার অতীতের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। *(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, পরিচ্ছেদ: বড় করে আমীন বলার ফযীলত, হা: নং ৭৮২)*

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) অপর বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ 'اٰمِيْنَ' وَقَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ فِي السَّمَاءِ 'اٰمِيْنَ' فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرٰى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যখন তোমাদের (কুরআন পাঠকারী কেউ 'আ-মীন' বলে) তখন আসমানের ফেরেশতাগণও 'আ-মীন' বলেন। সুতরাং তারা দুই জনের

---

১. উক্ত দু'টি হাদীছের সনদ য'য়ীফ হলেও বক্তব্য ছ্বহীহ্। কারণ এ দু'টি হাদীছ ছাড়া বড় করে 'আমীন' বলার ওপর বর্ণিত অন্য সব হাদীছই ছ্বহীহ্।

একের 'আমীন' অপরের সাথে মিলে গেলে তার অতীতের গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।

(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, পরিচ্ছেদ: বড় করে আমীন বলার ফযীলত, হা: নং ৭৮১)

হযরত আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) বলেন: "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (এক সময়) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, এতে আমাদেরকে আমাদের কর্মপন্থা প্রশিক্ষণ দিলেন এবং আমাদের নামাযে করণীয় বিষয়ের বর্ণনা পেশ করলেন। এতে তিনি বললেন: তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াও তখন তোমাদের কাতারসমূহ ঠিক রাখবে, তোমাদের মধ্যকার একজন অবশ্য তোমাদের ইমামতি করবে। অতঃপর ইমাম যখন তাকবীর বলবে তোমরাও তাকবীর বলবে এবং সে যখন (সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে) 'ওয়ালাদ্ব-দ্বাল্লীন' বলবে, তখন তোমরাও 'আ-মীন' বলবে। তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের দু'আ কবুল করবেন। অতঃপর ....।"

(ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবুছ্ছালাত, হা: নং ৯০৪)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا، وَإِذَا قَالَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا...

অনুসরণ করার জন্যেই তো ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং ইমাম যখন তাকবীর বলেন তোমরাও তাকবীর বলো। যখন তিনি ক্বিরাআত পড়েন তখন তোমরা নীরব থাকো। যখন তিনি "গাইরিল মাগদ্বূবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্ব-দ্বাল্লীন" বলেন, তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। যখন তিনি রুকূ' করেন, তখন তোমরাও রুকূ' করো।...

(সুনানু ইবনে মাজাহ্: কিতাবু ইক্বামাতিছ্ছালাত, হা: নং ৮৪৬; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে হাসান)

বড় করে আমীন বলা নামাযেরই একটি সৌন্দর্য:

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّامِيْنِ۔

ইয়াহুদীরা তোমাদের সালাম ও 'আমীন' বলায় যত বেশি ঈর্ষান্বিত হয় আর কোনো বিষয়ে তত ঈর্ষান্বিত হয় না।

(সুনানু ইবনে মাজাহ্: কিতাবু ইক্বামাতিছ্ছালাত, হা: নং ৮৫৬; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ الْيَهُوْدَ لَيَحْسُدَنَكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِيْنِ۔

ইয়াহুদীরা (তোমাদের মধ্যে) 'সালাম' বিনিময় ও নামাযে বড় করে 'আ-মীন' বলার জন্য তোমাদের প্রতি সাংঘাতিক হিংসাপরায়ণ। (অর্থাৎ এ

দু'টির সৌন্দর্যের প্রতি তারা বেশ ঈর্ষাপরায়ণ। যেহেতু তাদের ধর্মে এ ধরনের কোনো সৌন্দর্যবোধ নেই।)[১]

(সিলসিলাতুল আহাদীছ আচ্ছ্বহীহা: আলবানী, হা: নং ৬৯২)

১১. সূরা ফাতিহা পড়ার পর কুরআন মজীদ থেকে যেকোনো সূরা বা সূরার অংশবিশেষ পাঠ করা:

মহান আল্লাহ্‌র বাণী:

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ.

অতঃপর (সূরা ফাতিহা পড়ার পর) কুরআন মজীদ থেকে তোমার জন্য যতটুকু পড়া সহজ ততটুকু পাঠ করো এবং নামায কায়েম করো।

(সূরা নং ৭৩ মুযযাম্মিল: আ: নং ২০)

হযরত আবু সা'য়ীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ.

আমাদেরকে সূরা আল ফাতিহা পড়ার সাথে (কুরআন থেকে) আর যতটুকু সহজ ততটুকু পড়তে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[২]

(সুনানু আবি দাউদ: কিতাবুচ্ছ্বালাত, হা: নং ৮১৮ আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

ইবনু আবি শাইবাহ ও মুসনাদে আহমদের বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: "প্রত্যেক সূরাকে তার রুকূ' এবং সেজদার অংশ দাও।" অর্থাৎ এক রাকা'তে পূর্ণ একটি সূরা পড়ো।

(ছ্বিফাতু ছ্বালাতিন নবী ﷺ: আলবানী, ছ্বহীহ্ সূত্রে)

ইবনু নছ্বর ও ত্বাহাবীর বর্ণনাসূত্রে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, "প্রত্যেক রাকা'তে (সূরা ফাতিহার পর) পূর্ণ একটি সূরা পড়া উত্তম।"

(ছ্বিফাতু ছ্বালাতিন নবী ﷺ: আলবানী, ছ্বহীহ্ সূত্রে)

মুসনাদে আহমদ ও আবু 'ইয়ালার বর্ণনাসূত্রে হাদীছে বলা হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সূরা ফাতিহা পড়ার পর) কখনো একটি সূরাকে দুই রাকা'তে ভাগ করেও পড়তেন।" *(ছ্বিফাতু ছ্বালাতিন নবী ﷺ: আলবানী ছ্বহীহ্ সূত্রে)*

কোনো কোনো সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই রাকাতে একই সূরা পাঠ করতেন।

হযরত মু'আজ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত: "জুহায়না গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁকে জানান যে, তিনি নবী ﷺ-কে

---

১. নামাযে বড় করে ক্বিরাআত পড়ার সময় সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে বড় করে 'আ-মীন' বলা সুন্নাত। যারা বলেন, 'আ-মীন সব সময় ছোট করে বলতে হবে' তাদের একথা সঠিক নয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: 'রাসূল ﷺ-এর জামা'তে নামায' বইয়ের নবম অধ্যায়, পয়েন্ট নং ২০।

২. অবশ্য ফরয নামাযে প্রথম দু'রাকা'তের পর আর ক্বিরাআত পড়তে হয় না। বরং শুধু সূরা ফাতিহাই পড়তে হয়। (সূত্র: ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবুচ্ছ্বালাত, হা: নং ১০১৩)

ফজরের নামাযের উভয় রাকা'তে সূরা إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ পড়তে শুনেছেন। তিনি আরও বলেছেন, আমি জানি না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভুল বশত এরূপ করেছিলেন, না ইচ্ছাকৃতভাবে তা পড়েছিলেন।"

(সুনানু আবি দাউদ: কিতাবুছ্বালাত, হা: নং ৮১৬; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে হাসান)

কোনো কোনো সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূরা ফাতিহা পড়ার পর কোনো সূরার অংশ বিশেষও পাঠ করতেন। সূত্র আবদুল্লাহ্ ইবনে আসসাইব।[১]

(সুনানু আননাসায়ী: কিতাবু ইফতাতাহিছ্বালাত, হা: নং ১০০৭; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

১২. ক্বিরাআত পড়ার পর 'আল্লাহু আকবার' (তাকবীর) বলে রুকূ'তে যাওয়া এবং রুকূ'তে যাওয়ার ক্ষেত্রে 'তাকবীর' বলার সময় 'রফ'উল ইয়াদাইন' করা অর্থাৎ তাকবীর তাহরীমার মতো দু'হাত ওঠানো:

রুকূ'তে যাওয়ার সময় তাকবীর বলা:

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَقِيَامٍ، وَقُعُوْدٍ، وَأَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ.

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নামাযে প্রত্যেকবার নিচু হওয়া, দাঁড়ানো এবং বসার সময় তাকবীর অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার' বলতেন।

(সুনানু আততিরমিজী: কিতাবু মাওয়াক্বীতিছ্ ছ্বালাত, হা: নং ২৫৩; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

রফ'উল ইয়াদাইন করা:

রুকূ'তে যাওয়ার সময় 'তাকবীর' বলার সাথে এবং রুকূ' থেকে ওঠার সময় 'তাহমীদ' বলার সাথে আর দ্বিতীয় রাকা'ত শেষে তৃতীয় রাকা'তের জন্য দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বলার সাথে 'রফ'উল ইয়াদাইন' করা অর্থাৎ দু'হাত ওঠাতে হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى تَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ حِيْنَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوْعِ وَيَفْعَلُ ذٰلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَيَقُوْلُ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) وَلَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السُّجُوْدِ.

আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়তে দাঁড়িয়ে দু'হাত ওঠিয়েছেন– হাত দু'খানি কাঁধ বরাবর ওঠিয়েছেন। রুকূ'র তাকবীর বলার সময়ও তিনি এমনটি করতেন। রুকূ' থেকে মাথা উঠাবার সময়ও এরূপ করতেন

---

১. সূরা ফাতিহা পড়ার পর কুরআন মজীদ থেকে যেসব সূরা জানা থাকে তা থেকে এক রাকা'তে একটি সূরা কিংবা একাধিক সূরা অথবা একই সূরা দুই রাকা'তে বা এক রাকা'তে এক সূরার অংশবিশেষও পড়া যায়।

এবং তিনি 'সামি' আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলতেন। কিন্তু সেজদার সময় তিনি এরূপ করতেন না (দু'হাত ওঠাতেন না)।

(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৭৩৬)

হযরত নাফে' (রাহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেন:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ.

ইবনু উমর (রাঃ) যখন নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দু'হাত ওঠাতেন। আর যখন রুকূ' করতেন তখন দুই হাত ওঠাতেন। অতঃপর যখন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলতেন তখনও দু'হাত ওঠাতেন। আর দুই রাকা'ত শেষে যখন (তৃতীয় রাকা'তের জন্য) দাঁড়াতেন তখনও দু'হাত ওঠাতেন। আর এ সমস্ত ইবনু উমর করতেন আল্লাহর রাসূল ﷺ করতেন বলে। *(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৭৩৯)*

হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ. وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকবীর (তাহরীমা) বলতেন, কান পর্যন্ত উভয় হাত ওঠাতেন। তিনি যখন রুকূ'তে যেতেন উভয় হাত কান পর্যন্ত ওঠাতেন। তিনি যখন রুকূ' থেকে মাথা তুলতেন তখন 'সামি' আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলতেন এবং কান পর্যন্ত উভয় হাত ওঠাতেন।"

(ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবুছ্ছালাত, হা: নং ৮৬৫)

হযরত মায়মুন আল মক্কী হতে বর্ণিত, "তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনু যুবাইরকে তাদের নামায পড়াতে লক্ষ্য করলেন যে, তিনি দাঁড়ানোর সময়, রুকূ' করার সময় এবং রুকূ' থেকে উঠার সময় দু'হাত ওঠালেন। অতঃপর আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ) এর নিকট গিয়ে তাঁকে ইবনু যুবাইরের নামায সম্পর্কে বলি যে তাঁর মতো এভাবে হাত তুলে নামায আদায় করতে আর কাকেও দেখিনি। তখন তিনি (ইবনু আব্বাস) বললেন, যদি তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায আদায়ের পদ্ধতি দেখতে চাও, তাহলে ইবনু যুবাইরের নামায অনুসরণ করো।"

(সুনানু আবি দাউদ: কিতাবুছ্ছালাত, হা: নং ৭৩৯; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

হযরত ইবনু উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায আদায় করতেন তখন (তিন বা চার রাকা'ত বিশিষ্ট নামাযে) দুই রাকা'তের পরে দাঁড়ানোর সময়েও রফ'উল ইয়াদাইন অর্থাৎ দু'হাত ওঠাতেন।

(সুনানু আবি দাউদ: কিতাবুছ্ছ্বালাত, হা: নং ৭৪৩; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

হযরত সালেম হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন:

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ.

আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি যখন নামায শুরু করতেন, রুকূ'তে যেতেন এবং রুকূ' থেকে মাথা তুলতেন তখন তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উপরে ওঠাতেন।

(সুনানু আন নাসায়ী: কিতাবুছ্ছ্বালাত, হা: নং ১০২৫, ১০২৪; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

'রফ'উল ইয়াদাইন' ব্যাপারে উল্লিখিত নাসায়ীর বর্ণনার অনুরূপ একটি হাদীছ তিরমিজীতেও বর্ণিত হয়েছে।

(সুনানু আত তিরমিজী: কিতাবু মওয়াক্বীতিছ্ছ্বালাত, হা: নং ২৫৫; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

لَأَنْظُرَنَّ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّيْ؟ فَقَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذٰلِكَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذٰلِكَ.

আমি অবশ্যই দেখবো রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে নামায পড়েন। তখন (তিনি এক পর্যায়ে দেখলেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন তখন তিনি তাঁর দু'হাত তার দুই কান বরাবর ওঠালেন। যখন রুকু' করলেন তখন তাঁর দু'হাত ঐ বরাবর ওঠালেন। যখন রুকু' থেকে তাঁর মাথা ওঠালেন তখনও তাঁর দুই হাত ঐ বরাবর ওঠালেন।

(সুনানু ইবনে মাজাহ্: কিতাবু ইক্বামাতিছ্ছ্বালাত, হা: নং ৮৬৭; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি তাকবীরের সময় তাঁর দুই হাত উপরে ওঠাতেন।"

(সুনানু ইবনে মাজাহ্: কিতাবু ইক্বামাতিছ্ছ্বালাত, হা: নং ৮৬৫; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

উল্লিখিত ধারাবাহিক ৬টি বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থের বর্ণনাসহ আরও যেসব

হাদীছ গ্রন্থ রয়েছে তার মধ্যে 'রফ'উল ইয়াদাইন' প্রসঙ্গে ছ্বহীহ্ সূত্রে হাদীছ বর্ণনাকারীর সংখ্যা অন্যূন ৫০ জন। *(ফতহুল মুগীস, ৪র্থ খণ্ড পৃ: ৮)*

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ আশ্‌শায়খ মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন আলবানী (রাহঃ) বলেছেন: 'রফ'উল ইয়াদাইন' সংক্রান্ত হাদীছ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে সাব্যস্ত। অর্থাৎ বহু সংখ্যক বর্ণনাকারী দ্বারা তা বর্ণিত হয়েছে। *(ছ্বিফাতু ছ্বালাতিন নবী ﷺ: আলবানী, টীকা নং ২৪৬)*

প্রকৃতপক্ষে 'রফ'উল ইয়াদাইন' নামাযে নতুন কোনো বিষয় নয়। নামাযের সূচনা থেকেই এ রফ'উল ইয়াদাইন ছিলো। তার বাস্তবতা হলো নিম্নোক্ত হাদীছ।

হযরত সালমা ইবনে শাবীব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يَقُوْلُ أَخَذَ أَهْلُ مَكَّةَ رَفْعَ الْيَدَيْنَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْإِفْتِتَاحِ وَالرُّكُوْعِ وَرَفْعُ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوْعِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَأَخَذَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءَ وَأَخَذَهُ عَطَاءُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَخَذَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَخَذَ أَبُوْبَكْرِ الصِّدِّيْقُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ جِبْرِيْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَأَخَذَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

আমি আবদুর রাযযাককে বলতে শুনেছি: মক্কাবাসী নামাযের শুরুতে, রুকূ'তে যাবার সময় এবং রুকূ' হতে মাথা ওঠানোর সময় দু'হাত ওঠানো গ্রহণ করেছেন ইবনু জুরাইজ হতে, ইবনু জুরাইজ গ্রহণ করেছেন 'আত্বাআ হতে, 'আত্বাআ গ্রহণ করেছেন ইবনু যুবাইর হতে, ইবনু যুবাইর গ্রহণ করেছেন আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) হতে, আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) গ্রহণ করেছেন নবী ﷺ হতে। অপর বর্ণনায় আছে– নবী ﷺ গ্রহণ করেছেন জিবরীল (আঃ) হতে, আর জিবরীল (আঃ) গ্রহণ করেছেন আল্লাহু তাবারাকা ওয়া তা'আলা হতে। (অর্থাৎ জিবরীল (আঃ) নবী ﷺ-কে নিয়ে যে নামায পড়িয়েছেন তাতে যে রফ'উল ইয়াদাইন বা দু'হাত ওঠিয়েছেন তা আল্লাহর হুকুমেই করেছেন।)

(বায়হাক্বী: মুসনাদে আহমদ; আয যাহাবী; তাজকিরাতুল হুফফাজ, ৩য় খণ্ড ১১৩৩ পৃ; ইবনু মুনজিরের আল আওসাত, ৩য় খণ্ড ১৪৭ পৃ:; আবু নাঈম হিলইয়া, ৯ম খণ্ড ১৩৫ পৃ; আল জুযউ ফী রফয়িল ইয়াদাইন- ইমাম বুখারী সূত্রে)

রফ'উল ইয়াদাইন করার ফযীলত:

ইমাম বুখারী (রাহঃ) এর ওস্তাদ ইসহাক বিন রাহওয়াই বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ছ্বাহাবী উকবা ইবনে আমের আলজুহানী (রাঃ) বলেছেন:

إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَهُ بِكُلِّ إِشَارَةٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ.

যখন রুকূ'র সময় দু'হাত ওঠানো হয় এবং রুকূ' থেকে মাথা ওঠানোর সময় দু'হাত ওঠানো হয়, তখন তার জন্যে প্রত্যেক হাত ওঠানোর ইশারায় ১০টি করে ছওয়াব রয়েছে।

(বায়হাক্বী: আলজুযউ ফী রফ'য়িল ইয়াদাইন; ইমাম বুখারী ও ছ্বিফতু ছ্বালাতিন নবী ﷺ: আলবানী সূত্রে)

হযরত উক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন:

يُكْتَبُ فِي كُلِّ إِشَارَةٍ يَشِيرُ الرَّجُلُ (بِيَدِهِ) فِي صَلَاتِهِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ كُلُّ إِصْبَعٍ حَسَنَةٌ.

কোনো ব্যক্তি তার নামাযে রফ'উল ইয়াদাইন করার সময় তার হাতের প্রত্যেক ইশারায় দশটি করে নেকি লেখা হয়ে থাকে। এতে প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য রয়েছে একটি করে নেকি।

(সিলসিলাতুল আহাদীছ আচ্ছ্বহীহা: আলবানী, হা: নং ৩২৮৬)

সুতরাং যেকোনো নামাযের প্রত্যেক রাকা'তে দু'বার করে অর্থাৎ রুকূ'তে যাওয়ার সময় ও রুকূ' থেকে ওঠার সময় রফ'উল ইয়াদাইন করা হলে তাতে ছওয়াব পাওয়া যায় ২০টি। এভাবে দুই রাকা'ত নামাযে শুধু 'রফ'উল ইয়াদাইন' এর জন্য ছওয়াব পাওয়া যায় ৪০টি। আর তিন রাকা'ত নামাযে পাওয়া যায় ৭০টি এবং চার রাকা'ত নামাযে পাওয়া যায় ৯০টি। উল্লেখ্য, তিন রাকা'ত ও চার রাকা'তবিশিষ্ট নামাযে দশটি করে বেশি ছওয়াব পাওয়ার কারণ হলো- দুই রাকা'ত শেষে তৃতীয় রাকা'তে ওঠার সময়েও তাকবীর বলার সময় রফ'উল ইয়াদাইন করতে হয়। তাই তিন ও চার রাকা'ত বিশিষ্ট নামাযে দশটি করে ছওয়াব বেশি পাওয়া যায়।[১]

১৩. রুকূ'তে হাঁটুর উপর হাত রাখা:

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ.

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নামাযে রুকূ' করার সময় তাঁর দু'হাত তাঁর দু'হাঁটুর উপর রাখতেন এবং তাঁর বাহুদ্বয় তাঁর বগল থেকে পৃথক রাখতেন।

(সুনানু ইবনে মাজাহ: কিতাবু ইক্বামাতিচ্ছ্বালাত, হা: নং ৮৭৪ আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

---

১. যারা বলেন, 'রফ'উল ইয়াদাইন রহিত হয়ে গিয়েছে, এখন নামায পড়ার সময় রফ'উল ইয়াদাইন করা জায়েয নয়' তাদের একথা সঠিক নয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: 'রাসূল ﷺ-এর জামা'তে নামায' নবম অধ্যায় পয়েন্ট নং ৭।

১৪. রুকূ'তে পিঠ সোজা রাখা:

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخَصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يَصَوِّبْهُ وَلٰكِنْ بَيْنَ ذٰلِكَ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকূ' করতেন, তখন তাঁর মাথা উঁচুও করতেন না, নিচুও করতেন না, বরং সোজা রাখতেন।[১]

(সুনানু ইবনে মাজাহ্: কিতাবু ইক্বামাতিচ্ছ্বালাত, হা: নং ৮৬৯; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি রুকূ' এবং সেজদায় পিঠ সোজা করে না, তার নামায পূর্ণাঙ্গ হয় না।"

(সুনানু ইবনে মাজাহ্: কিতাবু ইক্বামাতিচ্ছ্বালাত, হা: নং ৮৭০; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

রাসূল ﷺ-এর পেছনে নামায আদায়কারী এক ব্যক্তির দিকে তিনি হালকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন যে, সে রুকূ' ও সেজদায় তার পিঠ সমতল রাখেনি। নবী ﷺ নামায শেষ করে বললেন:

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ! لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

হে মুসলিম সমাজ! যে ব্যক্তি রুকূ' ও সেজদায় তার পিঠ সমান করে না তার নামায হয় না।"

(সুনানু ইবনে মাজাহ্: কিতাবু ইক্বামাতিচ্ছ্বালাত, হা: নং ৮৭১; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

হযরত ওয়াবিছ্বা ইবনে মা'বাদ (রাঃ) বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি যখন রুকূ' করতেন তাঁর পিঠ এমনভাবে সমতল করতেন যে, তার উপর পানি ঢাললে অবশ্যই তা স্থির থাকতো।"

(সুনানু ইবনে মাজাহ্: কিতাবু ইক্বামাতিচ্ছ্বালাত, হা: নং ৮৭২; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

হযরত আবু হুমাইদ (রাঃ) বলেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকূ' করার সময় দুই হাত দুই হাঁটুতে রাখতেন। তিনি হাত দুটোকে টানা তীরের মতো সোজা রাখতেন এবং পার্শ্বদেশ (পেট) থেকে পৃথক (ফাঁক) করে রাখতেন।"

(সুনানু আত তিরমিজী: কিতাবু মাওয়াক্বীতিচ্ছ্বালাত, হা: নং ২৬০; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

শান্ত ও ধীর-স্থিরভাবে রুকূ' করা:

হযরত সা'দী (রাহঃ) থেকে তাঁর পিতা অথবা তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন:

رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ صَلٰوتِهِ فَكَانَ يَتَمَكَّنُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ قَدْرَ مَا يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا.

---

১. রুকূ'তে পিঠ সোজা রেখে রুকূ' করার নমুনা শেষ পৃষ্ঠায় চিত্র নং ৫ দেখুন।

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামায পড়া অবস্থায় দেখেছি। তিনি রুকূ' এবং সেজদার মধ্যে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' তিনবার পাঠ করার সমপরিমাণ সময় অবস্থান করতেন।

(সুনানু আবি দাউদ: কিতাবুচ্ছালাত, হা: নং ৮৮৫; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

রাসূল ﷺ অশুদ্ধ নামায আদায়কারীর নামায শুদ্ধ করে দিতে গিয়ে বলতেন:

إِرْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا.

এত সময় পর্যন্ত ও এমনভাবে রুকূ' করবে যেন রুকূ'তে প্রশান্তি আসে।

(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৭৯৩)

১৫. রুকূ'তে তাস্‌বীহ্ পড়া:

হযরত হুজায়ফা ইবনে আল ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন: তিনি যখন রুকূ' করতেন তখন سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ (সুবহা-না-রাব্বিয়াল 'আজীম)। অর্থ: (আমি) আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তিন বার বলতেন।

(সুনানু ইবনে মাজাহ্, কিতাবু ইক্বামাতিচ্ছালাত, হা: নং ৮৮৮; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

হযরত মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে শিখখীর থেকে বর্ণিত। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূ' এবং সেজদায় পড়তেন:

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ.

উচ্চারণ: সুব্বূহুন কুদ্দুসুন, রাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ্।

অর্থ: বেশি বেশি পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি অতিশয় পবিত্র, যিনি সকল ফেরেশতা ও জিবরাঈলেরও প্রভু। *(ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবুচ্ছালাত, হা: নং ১০৯১)*

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রুকূ' এবং সেজদায় বলতেন:

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

উচ্চারণ: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুম্মা ইগফিরলী।

অর্থ: হে আমাদের প্রভু আল্লাহ্! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তোমার প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।[১]

(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৭৯৪)

---

১. উল্লিখিত রুকু'তে পড়ার তাসবীহসমূহ থেকে যেকোনো একটি তাসবীহ্ পড়া যায়।

১৬. রুকূ' থেকে ওঠার সময় 'সামিয়া আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলা এবং রফ'উল ইয়াদাইন করা অর্থাৎ তাকবীর তাহরীমার সময়ের ন্যায় দু'হাত ওঠানো:

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর ওঠাতেন। আর যখন তিনি রুকূ'র জন্য তাকবীর বলতেন তখনও এ রকম করতেন। আবার যখন রুকূ' হতে মাথা ওঠাতেন তখনও এমন করতেন এবং বলতেন: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ আল্লাহ্ শুনেছেন (তাঁর বান্দা) যাঁর প্রশংসা করছে। এরপর সেজদায় যাওয়ার সময় ঐ রকম করতেন না। অর্থাৎ দু'হাত ওঠাতেন না।

(ছুহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৭৩৬)

১৭. রুকূ' থেকে ওঠে দাঁড়ানোর সময় দু'হাত বুকের উপর রেখে দাঁড়ানো:

হযরত আলক্বামা ইবনু ওয়াইল (রাঃ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন:

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلٰوةِ قَبَضَ بِيَمِيْنِهٖ عَلٰى شِمَالِهٖ.

আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি যখন তিনি নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকতেন, তখন তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর আঁকড়ে ধরতেন।[১]

(সুনানু আন নাসায়ী: কিতাবু ইফতাতাহিছ্ছালাত, হা: নং ৮৮৭ আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে সনদ ছুহীহ্; সিলসিলাতুল আহাদীছ আচ্ছুহীহা: আলবানী, হা: নং ২২৪৭)

১৮. রুকূ' থেকে ওঠে দাঁড়ানোর পর তাহমীদ পড়া:

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ যখন রুকূ' হতে 'সামিয়া আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলে (ওঠে দাঁড়াতেন তখন) বলতেন: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা! রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ। অর্থ: হে আল্লাহ্, আমাদের প্রভু। সকল প্রশংসা তোমারই জন্যে। *(ছুহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৭৯৫)*

রুকূ' থেকে 'সামিয়া আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলে ওঠে দাঁড়ানোর পর নিম্নোক্ত তাহমীদ পড়া বেশি উত্তম।

---

১. উল্লিখিত হাদীছের বর্ণনায় যা বুঝা যায় তা হলো: **এক.** রাসূল ﷺ নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায়– তা নামায শুরু করার হোক কিংবা রু'কূ থেকে ওঠে দাঁড়ানোর সময় হোক, তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর আঁকড়ে ধরতেন। তার নমুনা শেষ পৃষ্ঠায় চিত্র নং ৬ দেখুন। **দুই.** রাসূল ﷺ রুকূ' থেকে ওঠে হাত ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াতেন– হাদীছে এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। সুতরাং রুকূ' থেকে ওঠে হাত বেঁধে দাঁড়ানোই ছুহীহ। **তিন.** রাসূল ﷺ নামায শুরু করার পর যেমন হাত বুকের উপর রাখতেন, তেমনি রুকূ' থেকে ওঠেও হাত বুকের উপর রাখতেন এটাই স্বাভাবিক।

হযরত রিফা'হ ইবনে রাফি' যুরাক্বী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার আমরা নবী ﷺ-এর পেছনে নামায পড়ছিলাম। তিনি যখন রুকূ' হতে সামি'য়া আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে মাথা ওঠালেন, তখন পেছন হতে এক ব্যক্তি বললো:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ.

উচ্চারণ: রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু, হামদান, কাছীরান, ত্বায়্যিবান, মুবারাকান ফীহি।

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! সমস্ত প্রংশসা তোমার জন্য অত্যধিক প্রশংসা যা পবিত্র ও বরকমতয়।

নামায শেষ হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন: কে একথাগুলো বলেছিলো? সে ব্যক্তি বললো, আমি। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন: আমি দেখলাম ত্রিশ জনেরও বেশি ফেরেশতা এর ছওয়াব কে আগে লিখবেন তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছেন।

(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৭৯৯)

হযরত আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূ' থেকে পিঠ ওঠানোর সময় বলতেন:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ،

وَمِلْءُ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে তা তিনি শুনেন। হে আল্লাহ আমাদের প্রভু! তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা, আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে এবং তুমি যা চাও সবকিছুই তোমার প্রশংসায় পরিপূর্ণ।[১] *(ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবুচ্ছ্বালাত, হা: নং ১০৬৭)*

১৯. রুকূ' থেকে ওঠে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে পূর্ণ সোজা হয়ে ক্ষণিক স্থিরভাবে দাঁড়ানো:

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَائِمًا.

তিনি (রাসূল ﷺ) যখন রুকূ' থেকে মাথা তুলতেন, সোজা হয়ে ক্ষণিক না দাঁড়িয়ে সেজদায় যেতেন না। *(ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবুচ্ছ্বালাত, হা: নং ১১১০)*

---

১. উল্লেখ্য, জামা'তে নামাযে ইমামের পেছনে মুক্তাদী 'সামি'য়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলবে না। ইমাম 'সামি'য়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বললে মুক্তাদী উল্লিখিত রুকূ' থেকে ওঠে দাঁড়ানোর 'তাহমীদ' থেকে যেকোনো একটি তাহমীদ বলতে পারে।

হযরত ছাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ أَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلوٰةَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يُصَلِّيْ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَامَ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ نَسِيَ.

আনাস আমাদেরকে নবী ﷺ যেভাবে নামায পড়তেন তা বর্ণনা করে শুনাতেন এবং নামায পড়ে দেখাতেন। সুতরাং নামাযে যখন তিনি রুকূ' থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতেন তখন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, আমরা মনে করতাম তিনি সেজদায় যাওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েছেন।

(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৮০০)

হযরত বারাআ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "নবী ﷺ-এর রুকূ' এবং রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর পর দাঁড়ানো অতঃপর সেজদা এবং দু'সেজদার মাঝখানে বিরতি এ দুই সময় প্রায় একই পরিমাণ হতো।"

(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৮০১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাড়াহুড়া করে নামায আদায়কারীকে প্রশান্তি সহকারে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়ে বলেছেন:

إِرْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا.

রুকূ' থেকে ওঠে প্রশান্তভাবে সোজা হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে।

(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৭৯৩)

আবু হুমাইদ আসসা'দী বলেন: "যখন তুমি রুকূ' থেকে মাথা তুলবে তখন এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে যেনো হাঁড় তার জোড়ার সাথে ঠিকমত খাপ খায়।"[১] *(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৮২৮)*

২০. তারপর 'আল্লাহু আকবার' (তাকবীর) বলে সেজদায় যাওয়া:

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَهْوِىْ.

নবী ﷺ যখন (সেজদার জন্য) অবনত হতেন তখন তাকবীর বলতেন।

(সুনানু আততিরমিজী: কিতাবু মওয়াক্বীতিচ্ছ্বালাত, হা: নং ২৫৪ আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

---

১. রুকূ' থেকে ওঠে সোজা ও স্থির হয়ে ক্ষণিক দাঁড়ানো ফরয। নামাযে যারা স্থির হয়ে দাঁড়াতেন না, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে নামায পুনরায় শুদ্ধ করে পড়িয়েছেন। উল্লেখ্য, নামায তখনই পুনরায় পড়া হয়, যখন নামাযের ফরয বিষয়ের কোনো বিষয় শুদ্ধ না হয়। তাই রুকূ' থেকে ওঠে দাঁড়ানো সঠিক ও শুদ্ধ হওয়ার জন্য 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' এ তাহমীদ পড়ার সাথে অন্তত 'হামদান, কাছীরান, ত্বায়্যিবান, মুবারাকান ফীহি' এ তাহমীদও পড়া প্রয়োজন। এ 'তাহমীদটি পড়া হলে একদিকে ঐ দাঁড়ানো সঠিক ও সুস্থির হয়, অপরদিকে এটা পড়ার মধ্যে রাসূল ﷺ বেশ গুরুত্বের সাথে ছওয়াবের কথাও বলেছেন, যা ইতঃপূর্বে পয়েন্ট নং ১৮ এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

২১. সেজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দুই হাত রাখা তারপর দুই হাঁটু রাখা:

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، وَلاَيَبْرُكْ بُرُوْكَ الْبَعِيْرِ .

তোমাদের কেউ যখন সেজদায় যায় তখন সে যেন তার হাঁটুদ্বয় (যমীনে) রাখার পূর্বে তার হস্তদ্বয় (যমীনে) রাখে এবং উটের বসার ন্যায় যেন না বসে। *(সুনানু আন নাসায়ী: কিতাবু ইফ্‌তাতাহিচ্ছ্বালাত, হা: নং ১০৯১; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)*

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর অপর বর্ণনায় বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন:

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِيْ صَلاَتِهِ بَرْكَ الْجَمَلِ؟

তোমাদের কেউ কি তার নামাযে উটের মতো ভর দিয়ে বসবে (অর্থাৎ হাতের পূর্বে হাঁটু মাটিতে রাখবে?)

(সুনানু আত তিরমিজী: কিতাবু মওয়াক্বীতিচ্ছ্বালাত, হা: নং ২৬৯ (আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

ইবনে খুযাইমা ও দারে কুতনীর বর্ণনাসূত্রেও বর্ণিত যে, “রাসূলুল্লাহ ﷺ সেজদায় যাবার সময় মাটিতে দুই হাঁটু রাখার আগেই দুই হাত রাখতেন।”[১] *(সূত্র: ছ্বিফতু ছ্বালাতিন নবী ﷺ : আলবানী)*

পক্ষান্তরে সেজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে হাত রাখার আগে হাঁটু রাখার ওপর যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা ছ্বহীহ্ নয়। যেমন:

হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেছেন:

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি তিনি যখন সেজদায় যেতেন তখন মাটিতে হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখতেন এবং তিনি যখন (সেজদা থেকে) উঠতেন তখন হাঁটু তোলার আগে তাঁর দুই হাত ওঠাতেন।[২]

(সুনানু আন নাসায়ী, হা: নং ১০৮৯, সুনানু আত তিরমিজী, হা: নং ২৬৮, সুনানু ইবনে মাজাহ্, হা: নং ৮৮২, কিতাবুচ্ছ্বালাত। আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে হাদীছটি য'য়ীফ)

নিম্নবর্ণিত নিয়মে সেজদা করা:

হযরত আবু হুমাইদ আসসায়ি'দী (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ الأَرْضَ نَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

---

১. সেজদায় যাওয়ার সময় হাঁটু রাখার আগে হাত রাখার নমুনা শেষ পৃষ্ঠায় চিত্র নং ৭ দেখুন।

২. ইতঃপূর্বে উল্লিখিত প্রথম তিনটি ছ্বহীহ্ হাদীছকে উপেক্ষা করে এ হাদীছ অনুযায়ী যারা বলেন- ‘সেজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখতে হবে’ তাদের এ কথা সঠিক নয়। কারণ হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখার ব্যাপারে এ হাদীছটি ছ্বহীহ্ সাব্যস্ত নয়।

নবী ﷺ যখন সেজদা করতেন তখন নিজের নাক ও কপাল যমীনের সাথে লাগিয়ে রাখতেন, উভয় হাত পাঁজর থেকে পৃথক রাখতেন এবং হাতের তালু কাঁধ বরাবর রাখতেন।

(সুনানু আত তিরমিজী: কিতাবু মওয়াক্বীতিছ্বালাত, হা: নং ২৭০; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

হযরত আমের ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন: "নবী ﷺ (সেজদা করার সময়) হাতের তালু মাটিতে রাখতে এবং পা খাড়া রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।"

(সুনানু আত তিরমিজী: কিতাবু মওয়াক্বীতিছ্বালাত, হা: নং ২৭৭; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে হাসান)

হযরত বারাআ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যখন তুমি সেজদা করো তোমার হাতের তালু মাটিতে রাখো এবং উভয় কুনুই উঁচু করে রাখো।" *(ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবুছ্বালাত, হা: নং ১১০৪)*

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: "রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়ার সময় দুই হাত (পার্শ্বদেশ থেকে) এমনভাবে ফাঁকা রাখতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশ হয়ে পড়তো।" *(ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবুছ্বালাত, হা: নং ১১০৫)*

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন:

إِعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ إِنْبِسَاطَ الْكَلْبِ.

তোমরা সেজদার মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভারসাম্য বজায় রাখো (সঠিকভাবে সেজদা করো) তোমাদের কেউ যেন নিজের দুইবাহু কুকুরের মতো বিছিয়ে না দেয়। *(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৮২২)*

আর এক বর্ণনায় "তিনি পুরুষ লোককে হিংস্র জন্তুর ন্যায় দুইবাহু মাটিতে ছড়িয়ে দিতে নিষেধ করেছেন।" *(ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবুছ্বালাত, হা: নং ১১১০)*

হযরত আবু হুমাইদ আসসায়ি'দী (রাঃ) বলেন: "নবী ﷺ যখন সেজদা করতেন তখন তাঁর দুইবাহু দুই বগলের থেকে ফাঁকা রাখতেন এবং দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ খাড়া করে রাখতেন।"

(সুনানু আন নাসায়ী: কিতাবু ইফতাতাহিছ্বালাত, হা: নং ১১০১; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

হযরত মায়মুনা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: "নবী ﷺ সেজদা অবস্থায় তাঁর দুই হাত পার্শ্বদেশ (বগল) থেকে এতটা পৃথক রাখতেন যে, যদি একটি ছাগলের বাচ্চা তাঁর দুই হাতের ফাঁক দিয়ে চলে যেতে চাইতো তাহলে চলে যেতে পারতো।"

(সুনানু আন নাসায়ী: কিতাবু ইফতাতাহিছ্বালাত, হা: নং ১১০৯; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ছ্বাহাবী হযরত আহমার (রাঃ) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ সেজদারত অবস্থায় তাঁর দুইবাহু (বগল থেকে) এতটা পৃথক করে রাখতেন যে, তাঁর অত্যধিক কষ্টে আমাদের মনে সহানুভূতি জাগতো।"

(সুনানু ইবনে মাজাহ: কিতাবু ইক্বামাতিছ্বালাত, হা: নং ৮৮৬; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে হাসান)

রাসূলুল্লাহ ﷺ সেজদার সময় পায়ের দুই গোড়ালি মিলিয়ে রাখতেন।[১]

(ছ্বিফতু ছ্বালাতিন নবী ﷺ আলবানী: ত্বহাবী ও ইবনে খুযাইমা সূত্রে)

সাত অঙ্গ দিয়ে সেজদা করা:

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন:

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، عَلَى الْجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ.

আমি সাতটি অঙ্গের সাহায্যে সেজদা করতে আদিষ্ট হয়েছি। তা হলো- কপাল দ্বারা (এর মধ্যে) নাকও ইশারা করে দেখিয়েছেন, (তারপর বললেন) দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ। (তিনি আরও বললেন) আমরা যেন নামাযে কাপড় টেনে না ধরি এবং চুল ঠিক না করি। *(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৮১২)*

হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন:

إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطْرَافٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ.

বান্দা যখন সেজদা করে তখন তার সাথে তার শরীরের সাতটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সেজদা করে। আর তা হলো- মুখমণ্ডল, উভয় হাতের তালু, দুই হাঁটু ও দুই পা। *(ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবুছ্ছালাত, হা: নং ১১০০)*

ধীর-স্থির ও প্রশান্তির সাথে সেজদা করা:

হযরত বারাআ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

كَانَ سُجُوْدُ النَّبِيِّ ﷺ وَرُكُوْعُهُ، وَقُعُوْدُهُ، بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ.

নবী ﷺ-এর সেজদা, রুকূ' এবং দুই সেজদার মাঝে বসার সময় প্রায় সমানই হতো। *(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৮২০)*

তিনি অশুদ্ধ নামায আদায়কারীর নামায শুদ্ধ করে দিতে গিয়ে বলতেন:

اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا.

এমনভাবে সেজদা করো যাতে সেজদায় প্রশান্তি আসে।

(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৭৯৩)

নাসায়ীর বর্ণনাসূত্রে হযরত আবদুর রহমান ইবনে শিবল (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের মধ্যে তিনটি আচরণ নিষিদ্ধ

---

১. উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের নিয়মে সেজদা করার নমুনা শেষ পৃষ্ঠায় চিত্র নং ৮ (ক) ও ৮ (খ) দেখুন। চিত্র নং ৯ এর মতো মাটিতে হাত বিছিয়ে দিয়ে সেজদা করলে সেজদা হবে না।

করেছেন: (১) কাকের ন্যায় ঠোকর মারতে (অর্থাৎ রুকূ' সেজদায় তাড়াহুড়া করতে) (২) হিংস্র জন্তুর ন্যায় দুইবাহু (সেজদার সময়) মাটিতে ছড়িয়ে দিতে এবং (৩) কোনো ব্যক্তির নামাযের জন্য (মসজিদে) একটি স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে- যেমন উট (খোঁয়াড়ের মধ্যে) একটি স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়।

(সুনানু আন নাসায়ী: কিতাবু ইফতাতাহিচ্ছালাত, হা: নং ১১১২; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে হাসান)

ইবনু আবি শাইবা ও তাবারানীর বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত: "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "নামায চোর হচ্ছে সর্ব নিকৃষ্ট চোর। ছ্বাহাবা কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিভাবে নাামায চুরি হয়? তিনি বললেন: রুকূ' এবং সেজদা পূর্ণ না করা।" *(সূত্র: ছ্বিফতুচ্ছালাতিন নবী ﷺ : আলবানী)*

রুকূ'-সেজদা পূর্ণ না করার পরিণাম:

হযরত যায়েদ ইবনে ওয়াহাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, "হযরত হুজায়ফা (রাঃ) এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলেন। সে রুকূ' এবং সেজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করছিল না। তাই তিনি সে ব্যক্তিকে বললেন, তোমার নামায আদায় করা হয়নি। এরূপ নামায আদায় করে যদি তুমি মৃত্যুবরণ করো তাহলে তোমার মৃত্যু হবে মুহাম্মদ ﷺ-কে আল্লাহ যে প্রকৃতি ও স্বভাবের ওপর সৃষ্টি করেছেন তার বিপরীত। (অর্থাৎ তুমি মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত হিসেবে বিবেচিত হবে না)।"

(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৭৯১)

হযরত আবু মাসউদ আনছ্বারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

لَاتُجْزِئُ صَلٰوةٌ لَايُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُوْدِ.

যে ব্যক্তি রুকূ' ও সেজদায় পিঠ স্থিরভাবে সোজা করে না তার নামায শুদ্ধ হয় না।

(সুনানু আন নাসায়ী: কিতাবু ইক্বামাতিচ্ছালাত, হা: নং ১০২৭; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّيْ سِتِّيْنَ سَنَةً وَمَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ وَلَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَلَايُتِمُّ السُّجُوْدَ، وَيُتِمُّ السُّجُوْدَ، وَلَايُتِمُّ الرُّكُوْعَ.

নিশ্চয় কোনো ব্যক্তি ষাট বছর ধরে নামায পড়ে অথচ তার নামায কবুল করা হয় না। কেননা, সে রুকূ' পূর্ণ করলেও সেজদা পূর্ণ করেনা। আবার সেজদা পূর্ণ করলেও রুকূ' পূর্ণ করে না।

(সিলসিলাতুল আহাদীছ আচ্ছ্বহীহা: আলবানী, হা: নং ২৫৩৫)

২২. সেজদায় 'তাসবীহ' পড়া:

হযরত হুজায়ফা ইবনে আল ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন: তিনি যখন সেজদা করতেন তখন سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (সুবহানা রাব্বিয়াল 'আলা)। অর্থ: আমি বর্ণনা করছি আমার মহান প্রভু পাক ও পবিত্র। তিনবার বলতেন।

(সুনানু ইবনে মাজাহ, কিতাবু ইক্বামাতিচ্ছ্বালাত, হা: নং ৮৮৮; আলবানীর তাহ্ক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)।

হযরত মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে শিখখীর থেকে বর্ণিত। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূ' এবং সেজদায় পড়তেন:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

উচ্চারণ: সুব্বূহুন কুদ্দুসুন, রাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ্।

অর্থ: বেশি বেশি পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি অতিশয় পবিত্র, যিনি সকল ফেরেশতা ও জিবরাঈলেরও প্রভু। *(ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবুচ্ছ্বালাত, হা: নং ১০৯১)*

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ রুকূ' এবং সেজদায় বলতেন:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.

উচ্চারণ: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুম্মা ইগফিরলী।

অর্থ: হে আমাদের প্রভু আল্লাহ্! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তোমার প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।[১]

(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৭৯৪)

২৩. প্রথম সেজদা পূর্ণ হলে 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর বলে ওঠে বসা:

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেন:

يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ.

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সেজদা থেকে মাথা ওঠাতেন তখন তাকবীর বলতেন। *(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান: হা: নং ৭৮৯)*

২৪. দুই সেজদার মাঝে বসার সময় নিম্ন বর্ণিত নিয়মে বসা:

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণিত দীর্ঘ হাদীছে (বৈঠকের বিষয়ে) তিনি বলেছেন:

---

১. সেজদায় পড়ার উল্লিখিত তাসবীহ্সমূহ থেকে যেকোনো একটি পড়া যায়।

وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا.

তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) যখন প্রথম সেজদা থেকে মাথা তুলতেন, সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত (দ্বিতীয়) সেজদায় যেতেন না।

(ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবুছ্বালাত, হা: নং ১১১০)

উল্লিখিত হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে তিনি আরও বলেন:

وَكَانَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى.

তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) দুই সেজদার মাঝে বসার সময় বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখতেন।[১] *(ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবুছ্বালাত, হা: নং ১১১০)*

তিনি অশুদ্ধ নামায আদায়কারীর নামায শুদ্ধ করে দিতে গিয়েও বলতেন:

إِرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا.

সেজদা থেকে মাথা উঠিয়ে (দু'হাত দু'হাঁটুর উপর রেখে) এমনভাবে বসবে যাতে বসা প্রশান্তির সাথে হয়।[২] *(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৭৯৩)*

হযরত বারাআ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী ﷺ-এর সেজদা, রুকূ' এবং দুই সেজদার মধ্যে বসার সময় প্রায় সমানই হতো।

(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৮২০)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেন: রাসূল ﷺ রুকূ' থেকে ওঠে এতটা সময় দাঁড়াতেন যে, কেউ কেউ বলতো, তিনি বুঝি সেজদায় যাওয়ার কথা ভুলে গিয়েছেন এবং দুই সেজদার মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এতটা সময় বসতেন যে, কেউ কেউ (মনে মনে) বলতো, তিনি বুঝি দ্বিতীয় সেজদার কথা ভুলেই গিয়েছেন।

(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৮২১)

২৫. দুই সেজদার মাঝামাঝি বসে নিম্নোক্ত দু'আ পড়া:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِيْ، وَارْفَعْنِيْ، وَأَهْدِنِيْ، وَعَافِنِيْ، وَارْزُقْنِي.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াজবুরনী, ওয়ারফা'নী, ওয়াহদিনী, ওয়া 'আফিনী, ওয়ারযুক্বনী।'

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি দয়া করো, আমাকে শক্তিশালী করো, আমার মান-মর্যাদা বাড়িয়ে দাও, আমাকে

১. দুই সেজদার মধ্যে বসার নমুনা শেষ পৃষ্ঠায় চিত্র নং ১০ দেখুন।
২. দুই সেজদার মধ্যে বসার সময় হাঁটুর উপর হাত রাখার নমুনা শেষ পৃষ্ঠায় চিত্র নং ১১ ও ১২ দেখুন।

সঠিক পথে পরিচালিত করো, আমাকে সুস্থ রাখো এবং আমাকে জীবিকা দান করো।[১]

(সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুচ্ছ্বালাত, হা: নং ৮৫০; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে হাসান; সুনানু আত তিরমিজী, কিতাবু মুওয়াক্বীতিচ্ছ্বালাত, হা: নং ২৮৪; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছুহীহ্; সুনানু ইবনে মাজাহ: কিতাবু ইক্বামাতিচ্ছালাত, হা: নং ৮৯৮; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছুহীহ্)

হযরত হুজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ দু'সেজদার মধ্যে বসে বলতেন:

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، رَبِّ اغْفِرْ لِيْ.

উচ্চারণ: রাব্বীইগফিরলী, রাব্বীইগফিরলী।

অর্থ: প্রভু! আমাকে ক্ষমা করো, প্রভু! আমাকে ক্ষমা করো।[২]

(সুনানু ইবনে মাজাহ্: কিতাবু ইক্বামাতিচ্ছ্বালাত, হা: নং ৮৯৭; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছুহীহ্)

২৬. দু'আ পড়া শেষে 'আল্লাহু আকবার' (তাকবীর) বলে দ্বিতীয় সেজদায় যাওয়া:

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেন:

ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ.

অতঃপর (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) যখন (দ্বিতীয়) সেজদায় যেতেন, তখন তাকবীর বলতেন। *(ছুহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৭৮৯)*

২৭. দ্বিতীয় সেজদাও প্রথম সেজদার অনুরূপ আদায় করা:

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেন:

ثُمَّ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتّٰى يَقْضِيَهَا.

অতঃপর উল্লিখিতভাবেই তিনি (রাসূল ﷺ) নামাযের সবকিছু আদায় করতেন। *(ছুহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৭৮৯)*

২৮. দ্বিতীয় সেজদা থেকে ওঠে (দাঁড়ানোর আগে) একটু করে বসা:

হযরত মালেক ইবনু আল হুয়াইরিছ আল লাইছী (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ فَإِذَا كَانَ فِيْ وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ. لَمْ يَنْهَضْ حَتّٰى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا.

---

১. উল্লিখিত দু'আর বাক্যগুলো হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত সুনানু আততিরমিজী, সুনানু আবি দাউদ ও সুনানু ইবনে মাজাহ্ এ তিনটি হাদীছ সূত্রে রাসূল ﷺ-এর বর্ণনার সমষ্টি।

২. দু'সেজদার মাঝে বৈঠকের সময় উল্লিখিত দুইটি দু'আর যেকোনো একটি পড়া যায়।

তিনি নবী ﷺ-কে নামায পড়তে দেখেছেন, তিনি তাঁর নামাযের বেজোড় রাকা'তে (অর্থাৎ প্রথম রাকা'তের পর দ্বিতীয় রাকা'তে কিংবা তৃতীয় রাকা'তের পর চতুর্থ রাকা'তের জন্য) যখন ওঠতেন, তখন সোজা হয়ে ক্ষণিক না বসা পর্যন্ত দাঁড়াতেন না। *(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৮২৩)*

হযরত আবু ক্বিলাবা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু সুলাইমান মালেক ইবনুল হুওয়ারিছ (রাঃ) একদা আমাদের মসজিদে আগমন করে বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে নামায আদায়ের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছি তা দেখাতে চাই। বর্ণনাকারী বলেন:

فَقَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى حِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ.

তখন তিনি প্রথম রাকা'তের দ্বিতীয় সেজদা হতে মাথা ওঠিয়ে একটু বসেন।[১] *(সুনানু আবি দাউদ: কিতাবুছ্ছালাত, হা: নং ৮৪৩; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)*

২৯. সেজদা থেকে ওঠে বসার পর দুই হাত মাটিতে ভর দিয়ে প্রথমে হাঁটু তারপর হাত ওঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর বলে দ্বিতীয় রাকা'তের জন্য দাঁড়ানো:

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেন:

... وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ، قَالَ: اَللهُ أَكْبَرُ.

(নবী ﷺ) যখন দুই সেজদা হতে দাঁড়াতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর বলতেন। *(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৭৯৫)*

হযরত আবু ক্বিলাবা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নামাযের বর্ণনা দিতে গিয়ে শেষের পর্যায়ে বলেছেন:

... وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ قَامَ.

তিনি যখন দ্বিতীয় সেজদা হতে মাথা উঠাতেন তখন বসতেন অতঃপর মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। *(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৮২৪)*

---

১. উল্লিখিত ছ্বহীহ্ হাদীছসমূহ থেকে জানা যায় যে, রাসূল ﷺ প্রত্যেক বেজোড় রাকা'ত শেষে দাঁড়ানোর পূর্বে একটু করে বসে তারপর দাঁড়াতেন। সুতরাং এ বসা সুন্নাত। যারা বলেন, 'এ বসা সুন্নাত নয় বরং রাসুল ﷺ ঐ সময় উজরের জন্য বসতেন' তাদের এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। আর সুনানু আততিরমিজীতে বর্ণিত ২৮ নং হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, "নবী ﷺ (সেজদা থেকে সরাসরি) নিজের পায়ের তালুতে দাঁড়িতে যেতেন" এ হাদীছ ছ্বহীহ্ নয়। আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে হাদীছটি য'য়ীফ। ইমাম তিরমিজী (রাহঃ) নিজেও বলেছেন, উক্ত হাদীছটির একজন বর্ণনাকারী 'খালেদ ইবনু ইলিয়াস' তিনি হাদীছ বিশারদদের কাছে য'য়ীফ বর্ণনাকারী বলে পরিচিতি। সূত্র: হা: নং ২৮৮, পরিচ্ছেদ: কিভাবে সেজদা থেকে উঠবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নামাযে প্রথম রাকা'তে দ্বিতীয় সেজদা থেকে ওঠে একটু করে বসার পর দাঁড়ানোর সময় যমীনে দু'হাতের উপর ভর দিয়ে ওঠতেন এবং ওঠার সময় হাতের আঙ্গুলসমূহ আটা মন্থনের মতো করতেন।[১]

(সিলসিলাতুল আহাদীছ আচ্ছ্বহীহা: আলবানী, হা: নং ২৬৭৪)

৩০. দ্বিতীয় রাকা'ত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রথম রাকা'তের অনুরূপই আদায় করা:

হযরত আবু কাদাতাহ্ ইবনু রিব'য়ী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেন: ...

...ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ.

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দ্বিতীয় রাকা'তের জন্য দাঁড়ানোর পর দ্বিতীয় রাকাতের সবকিছু ঐ প্রথম রাকা'তের অনুরূপ করতেন।

(সুনানু আততিরমিজী: কিতাবু মওয়াকীতিচ্ছ্বালাত, হা: নং ৩০৪)

৩১. দ্বিতীয় রাকা'তের দ্বিতীয় সেজদার পর 'আল্লাহু আকবার' (তাকবীর) বলে তাশাহ্হুদের জন্য এমনভাবে বসা যেভাবে দুই সেজদার মধ্যখানে বসা হয়:

হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি মদীনায় আগমন করলাম। আমি (মনে মনে) বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নামায পড়া দেখবো। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) যখন তাশাহহুদ পড়তে বসলেন, তখন বাম পা বিছিয়ে দিলেন আর বাম হাত বাম উরুর উপর রাখলেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখলেন।

(সুনানু আত তিরমিজী: কিতাবু মওয়াক্বীতিচ্ছ্বালাত, হা: নং ২৯২; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)।

৩২. তাশাহ্হুদে বসার সময় ডান হাতের আঙ্গুলগুলো গুটিয়ে শাহাদত আঙ্গুল (তর্জনী) সোজা ক্বেবলামুখী করে রাখা। তাশাহ্হুদ পড়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্ব পর্যন্ত ঐ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতে থাকা:

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُمْنٰى وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِيْنَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

---

১. সেজদা থেকে ওঠে দাঁড়ানোর সময় যমীনে ভর দিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রথমে হাঁটু ওঠানোর নমুনা শেষ পৃষ্ঠায় চিত্র নং ১৩ দেখুন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নামাযের মধ্যে 'তাশাহ্হুদ' পড়তে যখন বসতেন তখন তাঁর বাম হাত বাম হাঁটুর উপর এবং তাঁর ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন। আর (হাতের তালু ও আঙ্গুলসমূহ গুটিয়ে আরবী) তিপ্পান্ন সংখ্যার মতো করে শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।[১]

(ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবু মাসাজিদ ওয়া মওয়াদ্বি'ছ্বালাত, হা: নং ১৩১০)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আয যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوْفِي الْأَرْبَعِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ.

নবী ﷺ যখন নামাযে দুই রাকা'তে অথবা চার রাকা'তে বসতেন তখন তাঁর হাত তাঁর হাঁটুর উপর রাখতেন। অতঃপর তাঁর আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন। *(সিলসিলাতুল আহাদীছ আচ্ছ্বহীহা: আলবানী, হা: নং ২২৪৮)*

হযরত আলী ইবনে আবদুর রহমান আল মু'আবী (রাঃ) এর এক বর্ণনার শেষ পর্যায়ে বলেন: "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন নামাযের মধ্যে বসতেন তখন ডান হাতের তালু ডান উরুর উপর রেখে আঙ্গুলগুলো গুটিয়ে শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্ববর্তী (শাহাদত) আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। আর বাম হাতের তালু বাম উরুর উপর রাখতেন।"

(ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মওয়াদ্বি'ছ্বালাত, হা: নং ১৩১১)

হযরত আমের ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনুল যুবাইর (রাহঃ) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত: "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাশাহহুদ পড়তে বসতেন তখন তাঁর বাম হাতের তালু তাঁর বাম উরুর উপর রাখতেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি ইশারার আঙ্গুল অতিক্রম করতো না। (অর্থাৎ আঙ্গুলের প্রতি চেয়েই থাকতেন।) *(সুনানু আন নাসায়ী: কিতাবু ইফতাতাহিচ্ছ্বালাত, হা: নং ১২৭৫; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে হাসান)*

হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। আমি (তখন নামাযে) আমার সব আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করছিলাম। তখন তিনি [রাসূলুল্লাহ্ ﷺ] বললেন: এক আঙ্গুলে এক আঙ্গুলে এবং তিনি তর্জনীর প্রতি ইঙ্গিত করেন।

(সুনানু আন নাসায়ী: কিতাবু ইফতাতাহিচ্ছ্বালাত, হা: নং ১২৭৩; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

---

১. প্রথম তাশাহ্হুদ ও দ্বিতীয় তাশাহ্হুদের শেষ পর্যন্ত বাম হাত বাম হাঁটুর উপর এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রেখে শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করার নমুনা শেষ পৃষ্ঠায় চিত্র নং ১৪ দেখুন।

আহমদ, বায্যার ও বায়হাকীর বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: "(তাশাহহুদ পড়ার সময় ইশারা) এ আঙ্গুল অর্থাৎ তর্জনী শয়তানের জন্য লৌহ দণ্ডের চাইতেও কঠিন।"[১]

(সূত্র: ছ্বিফাতু ছ্বালাতিন নবী ﷺ: আলবানী)

৩৩. তাশাহ্হুদ অর্থাৎ 'আত্তাহিয়্যা' পড়া:

হযরত শাক্বীক্ব ইবনে সালামাহ্ (রাঃ) এর বর্ণনাসূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, (নামাযে দুই রাকা'ত পড়ে বসার পর কিংবা নামাযের শেষ বৈঠকে পড়ার জন্য) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এ তাশাহ্হুদ পড়া শিক্ষা দিয়েছেন:

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰةُ، وَالطَّيِّبَاتُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

উচ্চারণ: আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াচ্ছালাওয়াতু, ওয়াত্ত্বায়্যিবাতু, আসসালামু 'আলাইকা আয়্যুহান নবীয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্সালামু 'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিছ্ব ছ্বালিহীন। আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ: সমস্ত সম্মান, সকল এবাদত ও সকল পবিত্রতা আল্লাহ্র জন্য। হে সম্মানিত নবী! আপনার ওপর সালাম এবং আল্লাহ্র রহমত ও তাঁর বরকত বর্ষিত হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের ওপর এবং আল্লাহ্র সৎ বান্দাদের ওপরও। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। *(সূত্র: ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৮৩১; ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবুছ্ছালাত, হা: নং ৮৯৭)*

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ.

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এমনভাবে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন, যেভাবে আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। *(ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবুছ্ছালাত, হা: নং ৯০৩)*

---

১. এক্ষেত্রে যারা বলেন- 'নামাযে তাশাহহুদ অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাহ্ পড়ার শেষের বাক্যে 'আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে শাহাদত আঙ্গুল ওঠাতে হবে এবং 'ইল্লাল্লাহ্' বলার সাথে সাথে তা নামাতে হবে' তাদের এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। সুতরাং ছ্বহীহ্ হাদীছের ভিত্তিতে তাশাহহুদে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ-এর যে সুন্নাতটি প্রমাণিত, তার মোকাবেলায় তাশাহহুদ পড়ার সময় ভিত্তিহীন কোনো আমল করা হলে তাতে তাশাহহুদ পড়ার সময় আঙ্গুল উঠানোর সুন্নাত আদায় হবে না।

৩৪. তাশাহ্হুদ বা আত্তাহিয়্যা পড়ার পর নামায যদি দুই রাকা'তের না হয়ে তিন রাকা'ত কিংবা চার রাকা'তের হয়, তাহলে তাশাহ্হুদ পড়া শেষ করে তৃতীয় রাকাতের জন্য 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর বলে রফ'উল ইয়াদাইন অর্থাৎ তাকবীর তাহরীমার মতো দু'হাত ওঠিয়ে দাঁড়ানো:

হযরত নাফে' (রাহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেন:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ.

ইবনু উমর (রাঃ) যখন নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দু'হাত ওঠাতেন। আর যখন রুকূ' করতেন তখন দুই হাত ওঠাতেন। অতঃপর যখন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলতেন তখনও দু'হাত ওঠাতেন। আর দুই রাকা'ত শেষে যখন (তৃতীয় রাকা'তের জন্য) দাঁড়াতেন তখনও দু'হাত ওঠাতেন। আর এ সমস্ত ইবনু উমর করতেন আল্লাহর রাসূল ﷺ করতেন বলে।[১] *(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৭৩৯)*

৩৫. তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাকা'ত নামায প্রথম দুই রাকা'তের ন্যায় আদায় করা:

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীছে জনৈক ব্যক্তিকে নামায শিক্ষা দিতে গিয়ে প্রথম রাকা'তের নিয়ম শিক্ষা দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِيْ صَلَاتِكَ كُلِّهَا.

অতঃপর তোমার পুরো নামায (অর্থাৎ পরবর্তী রাকা'তসমূহ) এভাবে আদায় করবে। *(সূত্র: ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৭৯৩)*

৩৬. শেষের রাকা'তের দ্বিতীয় সেজদার পর শেষ বৈঠকে বসার সময় বাম পা এগিয়ে দিয়ে অর্থাৎ পায়ের নলাকে ডান হাঁটু এবং উরুর যে ভাঁজ তার নিচে রেখে ডান পা খাড়া রেখে কিংবা বিছিয়ে দিয়ে বাম নিতম্বের উপর বসা:

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে 'আত্বা (রাহঃ) সূত্রে আবু হুমাইদ আসসা'য়িদী (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেন:

---

১. তিন রাকা'ত কিংবা চার রাকা'তের নামাযে তৃতীয় রাকা'তের জন্য দাঁড়াতে তাকবীর বলার সময় 'রফ'উল ইয়াদাইন' অর্থাৎ দু'হাত ওঠাতে হয়। অবশ্য চার রাকা'তের নামাযে চতুর্থ রাকা'তের জন্য দাঁড়ানোর সময় 'রফ'উল ইয়াদাইন' করতে হয় না।

فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন দুই রাকা'তে বসতেন, তখন তিনি বাম পায়ের উপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখতেন। আর যখন শেষ রাকা'তে অর্থাৎ শেষ বৈঠকে বসতেন, তখন বাম পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে নিতম্বের উপর বসতেন।[১] *(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৮২৮, সুনানু আবি দাউদ: কিতাবুছ্বালাত, হা: নং ৯৮৮; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ)*

৩৭. শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়ার পর নিম্নোক্ত দুরূদ পড়া:

হযরত কা'ব ইবনে উজরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলা হয়েছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে কিভাবে সালাম দিতে হবে আমরা জেনেছি। দুরূদ কিভাবে পড়বো? তিনি বললেন, তোমরা বলো:

اَللّٰهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَّعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ. اَللّٰهُمَّ! بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى اٰلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা! ছ্বাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন, ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা ছ্বাল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা, ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজ্বীদ। আল্লাহুম্মা! বারিক আলা মুহাম্মাদিন, ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা বারাকতা 'আলা ইবরাহীমা, ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মজ্বীদ।

অর্থ: হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি রহমত বর্ষণ করো এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর বংশধরদের প্রতিও রহমত করো। যেমনটি রহমত বর্ষণ করেছিলে তুমি ইবরাহীম (আঃ) এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয় তুমি সপ্রশংসিত ও মহাসম্মানিত। হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি বরকত দান করো এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর বংশধরদের ওপরও বরকত (কল্যাণ) দান করো, যেমনটি বরকত দান করেছিলে তুমি ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই তুমি সপ্রশংসিত ও মহা সম্মানিত। *(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আহাদীছিল আম্বিয়া, হা: নং ৩৩৭০)*

১. নামাযের শেষ বৈঠকে বসার নমুনা বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় চিত্র নং ১৫ দেখুন।

৩৮. দুরূদ পড়ার পর চারটি বিষয়ে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চেয়ে দু'আ পড়াঃ

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর নবী ﷺ শেষ তাশাহহুদ অর্থাৎ দুরূদ পড়ার পর বলতেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا، وَالْمَمَاتِ وَشَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে কবরের আজাব থেকে, দোযখের আজাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা থেকে এবং মসীহ্ দজ্জালের অনিষ্ঠতা থেকে আশ্রয় চাই। *(ছুহীহ্ মুসলিম: কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মওয়াদ্বি'ছ্বালাত, হা: নং ১৩২৮)*

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা কেউ যখন নামাযে (শেষ) তাশাহ্হুদ পড়া শেষ করবে, তখন সে যেন চারটি জিনিস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে এভাবে দু'আ করে:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই। (১) জাহান্নামের আজাব থেকে (২) কবরের আজাব থেকে (৩) জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা থেকে (৪) মসীহ দজ্জালের বিপর্যয়ের অপকারিতা থেকে।

(ছুহীহ্ মুসলিম: কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মওয়াদ্বি'ছ্বালাত, হা: নং ১৩২৪)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে যেভাবে কুরআন মজীদের সূরা শেখাতেন ঠিক তেমনিভাবে এই দু'আটিও শেখাতেন। দু'আটি হলো: "আল্লাহুম্মা ইন্না নাউজুবিকা মিন আজাবি জাহান্নাম ওয়া আউজুবিকা মিন আজাবিল কবরি, ওয়া আউজুবিকা মিন ফিতনাতিল মসীহিদ দাজ্জাল, ওয়া আউজুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামাত।

(ছুহীহ্ মুসলিম: কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মওয়াদ্বি'ছ্বালাত, হা: নং ১৩৩৩)

(ইমাম) মুসলিম বলেছেন: "ত্বাউস একদিন তার ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি নামায পড়ার সময় কি এই দু'আটি (ইতঃপূর্বে উল্লিখিত চারটি বিষয়ে আশ্রয় চাওয়ার দু'আ) পড়েছো? সে বললো না।' একথা শুনে ত্বাউস বললেন: তুমি পুনরায় নামায পড়ো। কারণ ত্বাউস (ঐ দু'আ

পড়ার) হাদীছটি তিন কিংবা চার (তাঁর বক্তব্য অনুসারে) কম বা বেশি লোকের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন।" *(সূত্র: প্রাগুক্ত)*

নবী ﷺ-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "নবী ﷺ তাঁর নামাযের মধ্যে (উল্লিখিত ঐ) দু'আ পড়তেন এবং তার সাথে তিনি আরও বলতেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ .

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে গুনাহ্ ও ঋণ থেকে আশ্রয় চাই।

আয়েশা (রাঃ) বলেন: এক ব্যক্তি বললো- ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে এত আশ্রয় প্রার্থনা করেন কেন? (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন: কেউ যখন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন সে কথা বললে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে বসে।"[১]

(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৮৩২)

৩৯. চারটি বিষয়ে আশ্রয় চাওয়ার পর নিম্নোক্ত দু'আ মা-ছুরা পড়া:

হযরত আবু বকর আছ্বিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আরয করে বললেন, আমাকে নামাযে পড়ার জন্য একটি দু'আ শিখিয়ে দেন। তিনি বললেন: এ দু'আটি পড়বে:

اَللّٰهُمَّ! إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ، إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা! ইন্নী জালামতু নাফসী জুল্মান কাছীরান, ওয়া লা ইয়াগফিরুজ জুনূবা, ইল্লা আন্তা, ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন 'ইনদিকা, ওয়ার হামনী, ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম।

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমি আমার ওপর বড় জুলুম করেছি। আর তুমি ছাড়া এমন কেউ নেই, যে গুনাহ্ মাফ করতে পারে। অতএব, তুমি আমাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দাও এবং আমার ওপর রহম করো অবশ্যই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। *(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৮৩৪)*

---

১. যারা বলেন, 'নামাযের শেষ বৈঠকে দুরূদের পর দু'আ মা-ছুরার যেকোনো একটি পড়লে হয়' তাদের একথা সঠিক নয়। কারণ রাসূল ﷺ চারটি বিষয় থেকে আশ্রয় চাওয়ার উল্লিখিত দু'আ নির্দিষ্ট করে বলেছেন। সুতরাং ঐ সময় এ দু'আ পড়া একটি নির্দিষ্ট সুন্নাত। অতঃপর যেকোনো 'দু'আ মা-ছুরা' পড়া আরেকটি সুন্নাত।

হযরত মিহজান ইবনুল আদরা' (রাঃ) থেকে বর্ণিত: একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করে দেখেন যে, এক ব্যক্তি নামাযের শেষ পর্যায়ে তাশাহহুদ পড়ার পর বললো:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَاللهُ! بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ٠

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। কেননা, তুমি এক, একক, স্বয়ং সম্পূর্ণ, কারো প্রতি মুখাপেক্ষিহীন। যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তুমি আমার গুনাহ্ মাফ করে দাও। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারী পরম দয়ালু। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন: قَدْ غُفِرَ لَهُ অর্থাৎ তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তিনি একথা তিনবার বলেছেন।

(সুনানু আন নাসায়ী: কিতাবুস সাহ্বি, হা: নং ১৩০১; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

৪০. দু'আ মা-ছুরা পড়ার পর "আস্সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্" বলে প্রথমে ডানে ও পরে বামে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করা:

হযরত 'আমের ইবনু সা'দ (রাঃ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ٠

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (নামায শেষ করার জন্য) ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন।

(সুনানু আন নাসায়ী: কিতাবুস সাহবি, হা: নং ১৩১৬, ১৩১৯; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোনো কোনো সময় শুধু 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমতুল্লাহ্' বলে নামায শেষ করতেন; কোনো দিকে ঘাড় ফিরাতেন না। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ٠

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নামাযে তাঁর সামনে একবারই সালাম বলতেন।[১]

(সুনানু ইবনে মাজাহ: কিতাবু ইক্বামাতিছ্বালাত, হা: নং ৯১৯, ৯১৮, ৯২০; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ ٠

নামাযের চাবি হলো পবিত্রতা, তার হারামকারী হলো তাকবীর তাহরীমা (আল্লাহু আকবার) এবং তার হালালকারী হলো সালাম।[২]

(সুনানু আবি দাউদ: কিতাবুছ্বালাত, হা: নং ৬১৮ আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে হাসান ছ্বহীহ্)

---

১. নামাযে 'আসসালামু আলাইকুম' বললেই নামায ভঙ্গ অর্থাৎ শেষ হয়ে যায়। দু'দিকে সালাম ফিরানো শর্ত নয়। দু'দিকে সালাম ফিরানো সুন্নাত।

২. নামাযের চাবি হলো পবিত্রতা, অর্থাৎ পাক-পবিত্র হয়ে নামায শুরু করা, তাকবীর তাহরীমা (অর্থাৎ আল্লাহু আকবার) হলো নামাযের মধ্যে নামাযের বিষয় ছাড়া অন্য সব বিষয়কে হারামকারী এবং সালাম হলো নামাযের মধ্যে নামাযের কারণে যা হারাম ছিলো তা হালালকারী।

বিতরের নামায

* **'এশার নামাযের পর অথবা তাহাজ্জুদ নামাযের সাথে এক রাকা'ত কিংবা তিন রাকা'ত বিতরের নামায পড়াঃ**

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ...

নবী ﷺ রাতের (তাহাজ্জুদের নামায) দুই দুই (রাকা'ত) করে আদায় করতেন এবং এক রাকা'ত বিতর পড়তেন .....।

(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল বিত্র, হা: নং ৯৯৫)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন:

صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ.

রাতের নামায দুই দুই রাকা'ত করে। আর যখন তুমি নামায শেষ করতে চাইবে তখন এক রাকা'ত পড়বে। এতে করে তোমার আদায়কৃত নামাযে বিতরের নামাযও হয়ে যাবে। *(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল বিত্র, হা: নং ৯৯৩)*

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ছা'লাবা ইবনে ছু'আইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত (তার মাথায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন):

أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ.

"তিনি সা'দ ইবনে আবু ওক্কাছ্ব (রাঃ)-কে বিতরের নামায এক রাকা'ত পড়তে দেখেছেন।"

(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুদ্দা'ওয়াত, হা: নং ৬৩৫৬; মুয়াত্তা মালেক: কিতাবু ছ্বালাতিল লাইল, হা: নং ২১)

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَكَانَ يَتَكَلَّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ.

নবী ﷺ এক রাকা'ত বিতির পড়তেন এবং তিনি দুই রাকা'ত ও এক রাকা'তের মধ্যে কথাও বলতেন। অর্থাৎ তিনি দুই রাকা'ত করে নফল পড়ার পর এক রাকা'ত বিতির পড়ার আগে প্রয়োজনে কথাও বলতেন।

(সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ্ছ্বহীহা: আলবানী, হা: নং ২৯৬২)

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে এগার রাকা'ত নামায পড়তেন। তার মধ্যে এক রাকা'ত বিতর পড়তেন। নামায শেষ করে তিনি ডান পাশ ফিরে শোতেন। অতঃপর ভোরে মুয়াজ্জিন আসলে তিনি উঠে সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকা'ত (ফজরের সুন্নাত) নামায পড়তেন।" *(ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবু ছ্বালাতিল মুসাফিরীন ওয়া ক্বাছ্বরিহা, হা: নং ১৭১৭)*

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

صَلٰوةُ الَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ.

রাতের নামায (নফল) দুই রাকা'ত করে, আর বিতরের নামায হলো এক রাকা'ত।

(সুনানু আন নাসায়ী: কিতাবু ক্বিয়ামিল লাইল, হা: নং ১৬৯৩ (আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ فِىْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ.

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (রাতের নামাযে) প্রতি দুই রাকা'তে সালাম ফিরাতেন এবং বিতর এক রাকা'ত পড়তেন।

(সুনানু ইবনে মাজাহ্: কিতাবু ইক্বামাতিচ্ছ্বালাত, হা: নং ১১৭৭; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

সুনানু আত্ তিরমিজীতেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিতরের নামায এক রাকা'ত পড়তেন বলে একটি হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে।

(সুনানু আত তিরমিজী: কিতাবুল বিতর, হা: নং ৪৬১; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

সুনানু আবি দাউদেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে বিতরের নামায এক রাকা'ত বলেছেন ঐ হাদীছটি বর্ণনা করা হয়েছে।

(সুনানু আবি দাউদ: কিতাবুচ্ছ্বালাত, হা: নং ১৪২১; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

অবশ্য রাসূল ﷺ কোনো কোনো সময় তিন কিংবা তিনের অধিক বেজোড় সংখ্যক বিতরের নামাযও পড়তেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكْعَةٍ وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ.

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের বেলা আট রাকা'ত (তাহাজ্জুদের) নামায পড়তেন। তিন রাকা'ত বিতরের নামায পড়তেন এবং ফজর নামাজের পূর্বে দুই রাকা'ত (সুন্নাত) নামায পড়তেন।

(সুনানু আন নাসায়ী: কিতাবু কিয়ামিল লাইল, হা: নং ১৭০৭; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

হযরত আবু আইউব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন:

اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ.

বিতরের নামায আবশ্যকীয়। অতএব যে ব্যক্তি তা পাঁচ রাকা'ত পড়তে চায় সে পাঁচ রাকা'ত পড়তে পারবে, আর যে তা তিন রাকা'ত পড়তে চায় সে তিন রাকা'ত পড়তে পারবে এবং যে তা এক রাকা'ত পড়তে চায় সে এক রাকা'ত পড়তে পারবে।

(সুনানু ইবনে মাজাহ্: কিতাব ইক্বামাতিচ্ছ্বালাত, হা: নং ১১৯০; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

হযরত আবু আইউব (রাঃ)-এর অপর বর্ণিত হাদীছে নবী ﷺ বলেছেন : "বিতরের নামায আবশ্যকীয়। অতএব, যার ইচ্ছা সে সাত রাকা'ত বিতর পড়ুক, যার ইচ্ছা সে পাঁচ রাকা'ত বিতর পড়ুক, যার ইচ্ছা সে তিন রাকা'ত বিতর পড়ুক এবং যার ইচ্ছা এক রাকা'ত বিতর পড়ুক।"
(সুনানু আন নাসায়ী: কিতাবু ক্বিয়ামিল লাইল, হা: নং ১৭১০; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

* রাসূল ﷺ বিতরের নামায তিন রাকা'ত পড়লে দু'নিয়মেই পড়তেন :

০১. রাসূল ﷺ বিতরের নামায যখন তিন রাকা'ত পড়তেন, তখন প্রথমে দুই রাকা'ত পড়ে সালাম ফিরিয়ে নিতেন। অতঃপর এক রাকা'ত পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতেন।
হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

أَنَّهُ كَانَ يُفَصِّلُ بَيْنَ شَفْعِهِ وِتْرِهِ وَأَخْبَرَ إِبْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

তিনি তিন রাকা'ত বিতরের দুই রাকা'ত এবং এক রাকা'তের মধ্যে (সালাম ফিরিয়ে) পৃথক করে নিতেন এবং তিনি বলেছেন: নবী ﷺ এরূপই করতেন। *(ছ্বহীহ্ ইবনে হিব্বান, হা: নং ২৪৩০; মুয়াত্তা মালেক: কিতাবু ছ্বালাতিল লাইল, হা: নং ২০)*
০২. রাসূল ﷺ বিতরের নামায যখন তিন রাকা'ত পড়তেন তখন দুই রাকা'ত পড়ে বসতেন না এবং তাশাহহুদও পড়তেন না বরং একসাথে তিন রাকা'ত শেষেই বসতেন।
হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً. يُوْتِرُ مِنْ ذٰلِكَ بِخَمْسٍ. لَا يَجْلِسُ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا فِيْ اٰخِرِهَا.

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের বেলা তের রাকা'ত নামায পড়তেন। এর মধ্যে পাঁচ রাকা'ত পড়তেন বিতর এবং তাতে একেবারে শেষে ছাড়া আর কোনো বৈঠক করতেন না। *(ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবু ছ্বালাতিল মুসাফিরীন ওয়া ক্বাছ্বরিহা, হা: নং ১৭২০)*

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন রাকা'ত বিতর পড়তেন যার শেষ রাকা'ত ছাড়া তিনি আর কোথাও বসতেন না।" *(বায়হাক্বী, হাকেম)*

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাত অথবা পাঁচ রাকা'ত বিতরের নামায পড়তেন এবং এর মাঝখানে সালামও ফিরাতেন না এবং কোনো কথাও বলতেন না।"
(সুনানু ইবনে মাজাহ্: কিতাবু ইক্বামাতিছ্ছ্বালাত, হা: নং ১১৯২; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

* বিতরের নামায তিন রাকা'তকে মাগরিবের নামাযের সদৃশ না করা:

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: "তোমরা মাগরিবের মতো করে তিন রাকা'ত বিতরের নামায

পড়ো না। বরং পাঁচ রাকা'ত, সাত রাকা'ত কিংবা নয় বা এগারো রাকা'ত দ্বারা পড়ো।" *(ত্বাহাবী, দারা কুত্বনী, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

সুনানু আন নাসায়ীর বর্ণিত কয়েকটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিতরের নামায নয়, এগার এবং তের রাকা'তও পড়তেন বলে জানা যায়।

(সুনানু আন নাসায়ী: কিতাবু ক্বিয়ামিল লাইল; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

অবশ্য এসব বর্ণনায় সাধারণত রাতের নফল নামায পড়ার সময় আট রাকাতের শেষে এক রাকা'ত বিতর, দশ রাকা'তের শেষে এক রাকা'ত বিতর কিংবা দশ রাকা'তের শেষে দুই রাকা'ত পড়ে পরে এক রাকা'ত এভাবে তিন রাকা'ত বিতরসহ কোনো সময় নয় রাকা'ত, কোনো সময় এগার এবং কোনো সময় তের রাকা'ত নামায পড়তেন বলে বুঝা যায়। মূলত এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

* **হাদীছে বর্ণিত রাসূল ﷺ-এর বিতরের নামাযের বিবরণ অনুযায়ী বিতরের নামায পড়ার নিয়মঃ**

প্রথম নিয়মঃ 'এশার নামাযের সুন্নাতের পর কিংবা তাহাজ্জুদ নামাযের শেষে 'আল্লাহু আকবার' (তাকবীর তাহরীমা) বলে দাঁড়ানোর পর ছানা, তা'উজ, তাসমিয়াসহ সূরা ফাতিহা পড়ার পর ক্বিরাআত পড়া। ক্বিরাআত পড়া শেষে রফ'উল ইয়াদাইনসহ রুকু' করা। রুকু' থেকে 'সামি'আল্লাহু লিমন হামিদা' বলে রফ'উল ইয়াদাইন করে ওঠে বুকের উপর হাত বেঁধে দাঁড়ানো। দাঁড়ানোর পর (দাঁড়ানোর তাহমীদ: 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ, হামদান কাছীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহি) বলার পর নিম্নোক্ত দু'আ কুনূত পড়াঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَاقَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضٰى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَيَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাইহ্‌দিনী ফীমান হাদাইতা, ওয়া 'আফিনী ফীমান 'আ-ফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা, ওয়া বারিক লী ফীমা-আত্বাইতা, ওয়াক্বিনী শার্‌রা মা-ক্বাদ্বাইতা, ইন্নাকা তাক্বদ্বী, ওয়ালা ইউক্বদ্বা 'আলাইকা। ইন্নাহু লা ইয়াজিল্লু মান ওয়ালাইতা, ওয়ালা ইয়া'ইযযু মান 'আ-দাইতা, তাবারাকতা রাব্বানা ওয়া তা'আলাইতা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি যাদের হেদায়াত দান করেছ তাদের সাথে আমাকেও হেদায়াত দান করো। তুমি যাদের সুস্থতা ও শান্তি দিয়েছ

আমাকেও তাদের মতো সুস্থতা ও শান্তি দান করো। তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ আমারও তাদের মতো অভিভাবকত্ব গ্রহণ করো। তুমি আমাকে যা দান করেছ তাতে বরকত দাও। তোমার মন্দ ফয়সালা থেকে আমাকে রক্ষা করো। তুমিই ফয়সালা করে থাকো, তোমার ওপর কোনো ফয়সালাকারী নেই। নিশ্চয় তুমি যার পৃষ্ঠপোষক হও সে কখনও অপমানিত হয় না। তুমি যাকে শত্রু সাব্যস্ত করেছ সে সম্মান লাভ করতে পারে না। তুমি বরকতময় হে আমাদের প্রভু! এবং সুমহান।

(সুনানু আবি দাউদ: কিতাবুছ্ছালাত, হা: নং ১৪২৫; সুনানু আত তিরমিজী, কিতাবুল বিতর, হা: নং ৪৬৪; সুনানু ইবনে মাজাহ্, কিতাবু ইক্বামাতিচ্ছ্বালাত, হা: নং ১১৭৮; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

দু'আ কুনূত পড়ার পর সেজদায় যাওয়া। অতঃপর দ্বিতীয় সেজদা থেকে উঠে বসার পর তাশাহ্হুদ, দুরূদ, চারটি বিষয়ে আশ্রয় চেয়ে দু'আ ও দু'আ মাছূরা পড়ে ডানে-বামে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করা।

উল্লেখ্য, বিতরের নামাযে 'দু'আ কুনূত পড়ার সময় উক্ত দু'আর সাথে আরো দু'আ মিলিয়ে পড়া যায়। শুধু তা নয়, কেউ ইচ্ছে করলে যেমন কোনো মজলুম ও নিপীড়িত মুসলমানদের জন্য তাদের নাম ধরে দু'আ করতে পারবে এবং ক্ষমা চাইতে পারবে, তেমনি মুসলমানদের কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে নাম ধরে বদ দু'আ করতে পারবে এবং অভিশাপও দিতে পারবে। হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর আমলে তারাবীহ্র নামায পুনরায় জামা'তে পড়া চালু হলে তখন তারা ঐভাবে দু'আ করতেন।

(সূত্র: ছ্বহীহ্ ইবনে খুযাইমা: কিতাবুচ্ছ্বালাত, বিতরের নামাযে দু'আ কুনূত পড়া অনুচ্ছেদ; হা: নং ১১০০)

উক্ত দু'আ কুনূত পড়ার সময় দু'আতে মুনাজাতের ন্যায় দুই হাত তোলা যায়। তবে দু'আ কুনূত পড়া শেষে দুই হাত মুনাজাতের ন্যায় মুখে মসহ্ না করে হাত ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী কাজসমূহ শেষ করবে। *(সূত্র: ফিক্বহুস সুন্নাহ)*

দ্বিতীয় নিয়ম: বিতরের নিয়্যতে স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম রাকা'ত ও দ্বিতীয় রাকা'ত পড়ার পর দ্বিতীয় রাকা'ত শেষে তাশাহ্হুদ পড়ার জন্য না বসে তৃতীয় রাকা'তের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া। তারপর সূরা ফাতিহা ও ক্বিরাআত পড়ার পর রুকু' করা। রুকু' থেকে উঠে (দাঁড়ানোর তাহমীদ পড়ার পর) ঐ দু'আ কুনূত পড়া। দু'আ কুনূত পড়া শেষে সেজদায় গিয়ে দুই সেজদা করার পর বসে তাশাহ্হুদ, দুরূদ, চারটি বিষয়ে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চেয়ে দু'আ পড়া এবং সর্বশেষে দু'আ মাছূরা পড়ে ডানে-বামে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করা। (এভাবে এক বৈঠকে তিন রাকা'ত পড়া।)

তৃতীয় নিয়ম: বিতরের নিয়্যতে স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম ও দ্বিতীয় রাকা'ত পড়ে বসে তাশাহহুদ, দুরূদ, চারটি বিষয়ে আশ্রয় চেয়ে দু'আ এবং দু'আ মা-ছূরা ইত্যাদি পড়ে সালাম ফিরিয়ে পুনরায় এক রাকা'তের জন্য দাঁড়িয়ে ছানা, সূরা ফাতিহা, ক্বিরাআত ইত্যাদি পড়ে রুকূ' করে, রুকূ' থেকে ওঠে দু'আ কূনূত পড়া। দু'আ কূনূত শেষে সেজদা, তাশাহহুদ, দুরূদ, দু'আ ইত্যাদি পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করা।

* **বিতরের নামাযে সালাম ফিরানোর পর নিম্নলিখিতভাবে তাসবীহ্ পড়া সুন্নাত:**

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ (সুবহানাল মালিকিল্ কুদ্দূস) এই তাসবীহ তিনবার পড়া। তিনবারের মধ্যে তৃতীয় বারে একটু টেনে বড় করে পড়া। তৃতীয় বারের সাথে رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ (রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়াররূহ) এ বাক্যটি একবার পড়া।

তাসবীহ্র অর্থ: পবিত্রতা বর্ণনা করছি সে মালিকের যিনি নিষ্কলুষ, যিনি ফেরেশতাকুলের এবং রুহ-জিবরাঈলেরও প্রভু।[১]

(সূত্র: সুনানু আন নাসায়ী, কিতাবু ছ্বালাতিল ঈদাইন, হা: নং ১৬৯৯, ১৭০১, ১৭২৯, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

* **বিতরের নামাযের সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়:**

০১. বিবতরের নামায তিন রাকা'ত পড়ার সময় প্রথম রাকা'তে (সূরা ফাতিহার পর) সূরা 'আ'লা, দ্বিতীয় রাকা'তে সূরা 'কাফিরুন' ও তৃতীয় রাকা'তে সূরা ইখলাছ্ব পড়া সুন্নাত (যদি জানা থাকে)।

(সূত্র: সুনানু ইবনে মাজাহ্, কিতাবু ইক্বামাতিচ্ছ্বালাত, হা: নং ১১৭১, ৭২, ৭৩; আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

০২. বিতরের নামায তিন নিয়মের মধ্যে যেকোনো নিয়মে পড়ার সময় দু'আ কুনূত রুকু'র পরে যেমন পড়া যায় তেমনি রুকূ'র পূর্বেও পড়া যায়।

০৩. বিতরের নামাযে রুকূর পূর্বে দু'আ কুনূত পড়তে চাইলে পড়তে হয় সূরা ফাতিহা পড়ে ক্বিরাআত পড়ার পর। অতঃপর রুকু'-সেজদা এবং পরবর্তী কাজসমূহ শেষ করতে হয়।

---

১. বিতরের নামায পড়ার ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর যে তিনটি নিয়ম এর মধ্যে যেকোনো একটি নিয়মকেও অনুসরণ না করে যারা মাগরিরেব নামাযের মতো বিতরের নামায পড়েন, তাদের বিতরের নামায কি শুদ্ধ হবে? অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিতরের নামাযকে মাগরিবের নামাযের সদৃশ করতে নিষেধ করেছেন। যারা বলেন, 'বিতরের নামায তিন রাকা'তই পড়তে হবে, এক রাকা'ত পড়লে হবে না এবং তিন রাকা'তে দুই রাকা'তের পর বসে তাশাহহুদ অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাহ্ পড়তে হবে' তাদের এ কথা সঠিক নয়। কারণ বিতরের নামায এক রাকা'ত কিংবা দুই নিয়মে তিন রাকা'ত পড়তে হবে। যার নিয়ম ইতঃপূর্বে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় বিতরের নামায শুদ্ধ হবে না।

এক নজরে আমাদের প্রচলিত নামাযে যেসব বিষয় যেভাবে ছ্বহীহ্ ও যেভাবে ছ্বহীহ্ নয়

একাকি নামায পড়ার বিষয়ঃ

* নামাযের নিয়্যত মুখে পড়া ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো মনের নিয়্যত (উল্লেখ্য, নিয়্যত করা ফরয, পড়া নয়।)
* জায়নামাযে দাঁড়িয়ে জায়নামাযের দু'আ নামে কোনো দু'আ পড়া ছ্বহীহ্ নয়।
* তাকবীর তাহরীমা (আল্লাহু আকবার) বলে পুরুষ লোক নাভির নিচে কিংবা উপরে হাত বাঁধা ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো পুরুষ-মহিলা উভয়ে বুকের উপর হাত বাঁধা।
* নামায পড়ার সময় নামাযীর দৃষ্টি দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সেজদার জায়গায়, রুকূ'র সময় দু'পায়ের পাতার উপর এবং বসার সময় দু'উরুর উপর বা কোলের উপর রাখা ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো দৃষ্টি সবসময় সেজদার জায়গায় রাখা।
* রফ'উল ইয়াদাইন না করা অর্থাৎ রুকূ'তে যাওয়ার সময়, রুকূ' থেকে ওঠার সময় এবং তৃতীয় রাকা'তের জন্য দাঁড়ানোর সময় (তাকবীর তাহরীমার মতো) দু'হাত না ওঠানো ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো ঐ সময় (তাকবীর তাহরীমার মতো) দু'হাত ওঠানো।
* রুকূ'তে তড়িঘড়ি করা ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো রুকূ'তে রুকূ'র তাসবীহগুলো ধীরস্থিরভাবে পড়া এবং পিঠ সোজা রাখা।
* রুকূ' থেকে ওঠে স্থির হয়ে না দাঁড়ানো এবং দাঁড়ানোর তাহমীদ না পড়া ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো স্থির হয়ে দাঁড়ানো এবং দাঁড়ানোর তাহমীদ (হামদান, কাছীরান তাইয়্যিবান মুবারাকান ফীহি) পড়া।
* সেজদায় যাওয়ার সময় হাতের আগে হাঁটু রাখা ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো হাঁটুর আগে হাত রাখা।
* সেজদায় তড়িঘড়ি করা ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো সেজদার তাসবীহগুলো ধীরস্থিরভাবে পড়া এবং পিঠ সোজা রাখা ও দু'পা মিলিয়ে রাখা আর দুই হাত কুকুরের মতো বিছিয়ে না দিয়ে জমিন থেকে আল্‌গা রাখা অর্থাৎ পেটের সাথে মিলিয়ে না রাখা।
* দু'সেজদার মধ্যে না বসা ও বসার দু'আ না পড়া ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো দু'সেজদার মধ্যে স্থির হয়ে বসা এবং বসার দু'আটি পড়া।

* বেজোড় অর্থাৎ প্রথম রাকা'ত শেষে দ্বিতীয় রাকা'তের জন্য ওঠার সময় এর তৃতীয় রাকা'ত শেষে চতুর্থ রাকা'তের জন্য ওঠার সময় একটু না বসা ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো ঐ সময় একটু বসা অতঃপর হাতের ওপর ভর দিয়ে আগে হাঁটু ওঠানো।
* তাশাহহুদ অর্থাৎ দুই রাকা'তের পর আত্তাহিয়্যাহ্ পড়ার সময় 'লা-ইলাহা' বলতে শাহাদাত আঙ্গুল ওঠানো এবং 'ইল্লাল্লাহ্' বলার সময় নামানো ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো দু'রাকা'তের পর কিংবা শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাহ্ পড়ার শুরু থেকে সালাম ফিরানোর পূর্ব পর্যন্ত শাহাদত আঙ্গুল ওঠিয়ে সোজা রাখা এবং হালকাভাবে ইশারা করতে থাকা।
* শেষ বৈঠকে দুরূদ পড়ার পর চারটি বিষয়ে আশ্রয় চেয়ে দু'আ না পড়া ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো চারটি বিষয়ে আশ্রয় চাওয়ার দু'আটি পড়া।
* শেষ বৈঠকে প্রথম বৈঠকের মতো বসা ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো শেষ বৈঠকে বাম পায়ের নলা একটু এগিয়ে দিয়ে ডান উরুর নিচে রেখে ডান পা খাড়া কিংবা বিছিয়ে দিয়ে নিতম্বের ওপর বসা।
* নামাযে পড়ার বিষয়সমূহ ঠোঁট না নেড়ে মনে মনে পড়া ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো তা ঠোঁট নেড়ে নিজের কানে শোনে মতো পড়া।

জামা'তে নামায পড়ার বিষয়:

* মাগরিবের সময় আজান ও ইক্বামাতের মধ্যে কোনো সময় না দেয়া ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো অন্তত দু'রাকা'ত নামায পড়া যায় এতটুকুন সময় দেয়া।
* ইক্বামাতের বাক্যগুলো দু'বার করে বলা ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো ইক্বামাতের বাক্যগুলো একবার করে বলা। অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার' দু'বার, 'আশহাদু আন লা-ইলাহা' একবার, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' একবার, 'হাইয়্যা 'আলাচ্ছ্বালাহ্' একবার, 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' একবার 'ক্বাদ ক্বামাতিচ্ছ্বালাতু' দু'বার 'আল্লাহু আকবার' দু'বার, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' একবার। (মোট ১১ বাক্যে ইক্বামাত দেয়াই সুন্নাত।)
* ইক্বামাত দেয়ার পর ফজরের সুন্নাত পড়া ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো সুন্নাত না পড়ে জামা'তে শরীক হওয়া।
* ইমাম কাতার সোজা করতে না বলা কিংবা মুয়াজ্জিন ইক্বমাতের আগে কাতার সোজা করতে বলা ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো ইক্বামাত দেয়ার পরই ইমাম কাতার সোজা করতে বলা।
* মুক্তাদী দু'জনের মধ্যে ফাঁক রেখে দাঁড়ানো ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো দু'জনের মধ্যে ফাঁক না রাখা এবং পরস্পর পায়ের সাথে পা লাগিয়ে দাঁড়ানো।

* জামা'ত বা রুকূ' পাওয়ার জন্য দৌঁড়ে যাওয়া ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো স্বাভাবিকভাবে যাওয়া। অতঃপর ইমামের সাথে যা পাওয়া যায় তা ইমামের সাথে পড়া আর যা পাওয়া না যায় তা নিজে নিজে পড়ে দেয়া।
* জামা'তে নামাযে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে ইমামকে সেজদা অবস্থায় পেলে ইক্তেদা না করে অপেক্ষা করা ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো ইমামকে যে অবস্থায় পাওয়া যায় সে অবস্থায় সাথে সাথে ইক্তেদা করা। তবে এক সেজদা কিংবা দুই সেজদা অবস্থায় ইক্তেদা করলে তাকে এক রাকা'ত গণ্য করা যাবে না। রাকা'ত গণ্য হবে ইমামের সাথে রুকূ' পেলে।
* মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ অর্থাৎ ওঠা, বসা, সালাম ফিরানো ইমামের সাথে সাথে করা ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো ইমামের পরে পরে করা।
* ইমামের ক্বিরাআত মুক্তাদী যখন না শুনে যেমন– জুহরের চার রাকা'ত, 'আছ্বরের চার রাকা'ত, মাগরিবের শেষ রাকা'ত ও 'এশার শেষ দু'রাকা'ত পড়ার সময় মুক্তাদীর 'সূরা ফাতিহা' না পড়া ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো মুক্তাদী ঐ সময় 'সূরা ফাতিহা' পড়া।
* ইমামের ক্বিরাআত মুক্তাদী শুনলেও মুক্তাদী 'সূরা ফাতিহা' পড়া ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো ঐ সময় মুক্তাদী চুপ থেকে ইমামের ক্বিরাআত শোনা।
* ইমাম বড় করে ক্বিরাআত পড়ার সময় 'সূরা ফাতিহা' পাঠ শেষে ইমাম ও মুক্তাদী নিঃশব্দে অর্থাৎ ছোট করে 'আ-মীন' বলা ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো ঐ সময় ইমাম ও মুক্তাদী সশব্দে অর্থাৎ বড় করে 'আ-মীন' বলা।
* ইমাম 'সূরা ফাতিহা' পড়ার সময় প্রতি আয়াতে ওয়াক্বফ না করা অর্থাৎ বিরতি দিয়ে না পড়া ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো প্রতি আয়াতে ওয়াক্বফ অর্থাৎ বিরতি দিয়ে পড়া।
* 'বিসমিল্লাহ' সূরা ফাতিহার অংশ বা প্রথম আয়াত নয় একথা ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো 'বিসমিল্লাহ' সূরা ফাতিহার অংশ এবং প্রথম আয়াত।
* জামা'তে নামায শেষে ইমাম শুধু ফজর ও 'আছ্বরের সময় মুক্তাদীর দিকে ঘুরে বসা ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায শেষে ইমাম 'মুক্তাদীর' দিকে ঘুরে বসা।
* জামা'তে নামাযের সালাম ফিরানোর পর ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে মুনাজাত বা দু'আ করা ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো ঐ সময় নিজে নিজে রাসূল ﷺ এর অনুকরণে ঐসব তাসবীহ, তাহলীল ও দু'আ পড়া যা তিনি পড়তেন।
* জামা'তে নামায শেষে ইমাম ও মুক্তাদী স্থান পরিবর্তন না করে সুন্নাত পড়া ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো উভয়ে স্থান পরিবর্তন করে সুন্নাত পড়া।

নামাযের বিবিধ বিষয়ঃ

* মসজিদে প্রবেশ করে ইমাম-মুক্তাদী কেউ সুন্নাত বা তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায না পড়ে বসা ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো অন্তত দু'রাকা'ত তাহিয়্যাতুল মসজিদ বা সুন্নাত নামায পড়ে মসজিদে বসা।
* পুরুষ ও মহিলার নামাযে পার্থক্য করা ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো নামাযের মৌলিক বিষয়ে পুরুষ ও মহিলার নামাযে কোনো পার্থক্য না করা। উল্লেখ্য, মহিলাদের নামাযে যেসব পার্থক্য আছে তা মৌলিক নয়। বরং তা হলো আপেক্ষিক।
* জুমার নামাযে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকা'ত তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায না পড়ে বসা কিংবা খত্বীবের আলোচনা শোনার জন্য বসে পড়া ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো আলোচনার সময় কিংবা ইমাম খুত্ববা দেয়ার সময়েও মসজিদে প্রবেশ করলে প্রথমে দু'রাকা'ত নামায পড়া, অতঃপর বসা।
* খুত্ববার পূর্বে চার রাকা'ত ক্বাবালাল জুমার নামায পড়া ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো দুই রাকা'ত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়া। অতঃপর সময় ও সুযোগ থাকলে দুই রাকা'ত করে কিছু নফল নামায পড়া।
* তারাবীহ্‌র নামায বিশ রাকা'ত না পড়লে হবে না একথা ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো তারাবীহ্ নামায বিশ রাকা'ত যেমন পড়া যায় তেমনি আট রাকা'তও পড়া যায়। শুধু তাই নয়, তারাবীহ্‌র নামায আট রাকা'ত পড়া সুন্নাত আর বেশি ছওয়াবের জন্য বিশ রাকা'ত পড়া মুস্তাহাব। আট রাকা'ত পড়লে সুন্নাত আদায় হবে না এ কথা ছ্বহীহ্ নয়।
* দুই ঈদের নামায ৬ তাকবীরে পড়া জায়েয হলেও উত্তম নয়। উত্তম ও অধিকতর ছ্বহীহ্ হলো ১২ তাকবীরে পড়া।
* দুই ঈদের নামাযে দ্বিতীয় রাকা'আতে ক্বিরাআত পড়ার পরই অতিরিক্ত তাকবীর বলা ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো, দ্বিতীয় রাকা'আতেও প্রথম রাকা'আতের ন্যায় ক্বিরাআত পড়ার পূর্বেই অতিরিক্ত তাকবীর বলা।
* নামাযে ভুলের জন্য প্রচলিত নিয়মে যে সহো সেজদা দেয়া হয়, তা ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো নামাযে কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে কিংবা নামায কত রাকা'ত পড়া হয়েছে তার দ্বন্দ্ব হলে, তাতে কম সংখ্যক রাকা'ত ভিত্তি ধরে নামাযের শেষ পর্যায়ে সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সেজদা দিয়ে ডানে বামে সালাম ফিরানো। আর যদি নামাযের কোনো রাকা'ত ভুলে কম হয়, তাহলে ঐ রাকা'ত পূর্ণ করে সালাম ফিরানোর পর দু'টি সেজদা দিয়ে পুনরায় সালাম ফেরানো। অনুরূপভাবে নামাযের কোনো রাকা'ত ভুলে বেশি হলে সাথে সাথে বসে দু'টি সেজদা দিয়ে ডানে ও বামে সালাম ফেরানো।
* জানাযার নামাযে প্রথম তাকবীরের পর 'ছানা' পড়া ছ্বহীহ্ নয়। ছ্বহীহ্ হলো প্রথম তাকবীরের পর 'ছানা' না পড়ে 'সূরা ফাতিহা' পড়া।

[উক্ত বিষয়গুলো রেফারেন্সসহ জানার জন্য দেখুন: 'রাসূল ﷺ এর জামা'তে নামায' বইয়ের নবম অধ্যায়, মূল: আশ্‌শায়খ মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন আলবানী (সংকলিত ও সম্পাদিত)]

পরিশিষ্ট

জামা'তে নামায শেষে সম্মিলিতভাবে দু'আ বা মুনাজাত

পাঁচ ওয়াক্ত জামা'তে নামায, জুমার নামায, দুই ঈদের নামায, তারাবীহ্‌র নামায ও জানাযার নামায শেষে ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দু'আ বা মুনাজাত করা জায়েয নয়।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الإِسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتّٰى يُرَىٰ بَيَاضُ ابْطَيْهِ.

নবী ﷺ ইস্‌তিসক্বার (অর্থাৎ বৃষ্টির জন্য) দু'আয় ব্যতীত অন্য কোথাও (সম্মিলিতভাবে) হাত তুলে দু'আ করতেন না। আর (ইস্‌তিসক্বার দু'আয়) তিনি হাত এত পরিমাণ ওঠাতেন যে, তাঁর বগলের সাদা অংশও দেখা যেত।
(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল ইসতিসক্বা, হা; নং ১০৩১)

প্রকৃতপক্ষে পাঁচ ওয়াক্ত জামা'তে নামায শেষে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ই নিজে নিজে ঐসব দু'আ পড়া সুন্নাত যা আল্লাহর রাসূল ﷺ ঐ সময় পড়তেন। যারা বলেন, "যেকোনো জামাতে নামাযের পর ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আ বা মুনাজাত করলে অসুবিধা কি? দু'আ বা মুনাজাত করা কি খারাপ কাজ?" তাদের একথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মনগড়া। জামা'তে নামায শেষে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দু'আ বা মুনাজাত করা জায়েয না হওয়ার কারণ হলো:

এক. যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো জামা'তে নামায শেষে সম্মিলিতভাবে কোনো দু'আ করেননি, সেহেতু যেকোনো জামা'তে নামায শেষে ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দু'আ বা মুনাজাত করা হলে তা হবে বিদা'ত বা নব উদ্ভাবন। যা সর্বাবস্থায় গর্হিত কাজ।

দুই. সাধারণত জামা'তে নামাযে যেহেতু মসবুক ব্যক্তি অর্থাৎ জামাতের শেষের দিকে অংশগ্রহণকারী মুছ্বাল্লী থাকে, সেহেতু ঐ সময় ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দু'আ করলে মসবুক ব্যক্তির বাকি নামায পূর্ণ করতে, সূরা-ক্বিরাআত পড়তে বাস্তবে অসুবিধা হয়। এভাবে কারো নামাযে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা জায়েয নেই। নামাযে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে শুধু মুনাজাত কেন, ঐ সময় কাউকে বড় করে কুরআন পড়তেও নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِيْ رَبَّهُ، فَلَا تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ فَتُؤْذُوا الْمُؤْمِنِيْنَ.

অবশ্য তোমাদের কেউ যখন নামাযে থাকে তখন সে তার প্রভুর সাথে চুপে চুপে কথা বলে (প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে)। সুতরাং তার পাশে তোমরা বড় করে কুরআন পড়ো না। যদি পড়ো, তাহলে এতে তোমরা মোমিনদেরকে কষ্ট দেবে। *(সিলসিলাতুর আহাদীছ আচ্ছ্বহীহা: আলবানী, হা: নং ৫৫৭, ৫৯০)*

০৩. জামা'তে নামায শেষে রাসূল ﷺ-এর অনুকরণে কেউ সুন্নাত অনুযায়ী দু'আ ও তাসবীহ পড়তে চাইলে ইমাম ও মুক্তাদীর সম্মিলিত দু'আ বা মুনাজাতের কারণে তাদের পড়ায় বিঘ্ন ঘটে।

উল্লিখিত কারণেই জামা'তে নামায শেষে ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে দু'আ বা মুনাজাত করা জায়েয নেই। অবশ্য নিজে নিজে কেউ দু'আ বা মুনাজাত করতে চাইলে তাতে দোষ নেই। আর একাকি নামায পড়ে কিংবা নফল নামায পড়ার পর একাকি ভাবে দু'আ করা এটাও একটি সুন্নাত।

পাঁচ ওয়াক্ত জামা'তে নামাযের সালাম ফিরানোর পর ইমাম ও মুক্তাদী রাসূল ﷺ-এর অনুকরণে নিম্নোক্ত দু'আগুলো পড়া সুন্নাত:

* জামাতে নামাযে সালাম ফিরানোর পর নিম্নস্বরে প্রথমে একবার اَللهُ أَكْبَرُ (তাকবীর) ও তিনবার أَسْتَغْفِرُ اللهَ পড়া। অতঃপর নিঃশব্দে এ বাক্যগুলো বলা:

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমিই শান্তি প্রদানকারী। তোমার কাছ থেকেই শান্তি পাওয়া যায়। হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী! তুমি বরকত ও প্রাচুর্যময়।
(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৮৪২; ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবুল মসাজিদ ওয়া মওয়াদ্বি'ছ্বালাত, হা: নং ১৩৩৪)

* হযরত মুগীরা ইবনে শু'বাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে বলতেন:

لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই। সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং সমস্ত প্রশংসাই তাঁর জন্য। তিনি সমস্ত কিছুরই ওপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান করো তা কেউ রোধ করতে পারে না, আর তুমি যা রোধ করো তা কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না এবং কোনো সম্পদশালী বা মর্যাদাবান ব্যক্তির সম্পদ বা মর্যাদা তার উপকার করতে পারে না। সম্পদ বা মর্যাদা তো তোমার পক্ষ হতেই প্রাপ্ত হয়।
(ছ্বহীহ্ আল বুখারী: কিতাবুল আজান, হা: নং ৮৪৪)

* হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত ধরে বলেন, হে মু'আজ! আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে ভালবাসি। অতঃপর তিনি ﷺ বললেন: আমি তোমাকে কিছু অসিয়ত করতে চাই; হে মু'আজ! তুমি নামায শেষে এ দু'আ পড়া কোনো সময় ত্যাগ করবে না। আর তা হলো:

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার স্মরণ, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তোমার উত্তম ইবাদত করার তাওফিক দান করো।

(সুনানু আবি দাউদ: কিতাবুছ্ছলাত, হা: নং ১৫২২ (আলবানীর তাহক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

* হযরত মুছ্ব'আব ইবনে সা'দ এবং আমর ইবনে মাইমুন (রাহ:) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা:) নিম্নোক্ত বাক্যগুলো তাঁর সন্তানদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দিতেন, যেভাবে মক্তবে শিক্ষক শিশুদেরকে শিক্ষা দেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের পর এগুলো দ্বারা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই কৃপণতা হতে এবং আশ্রয় চাচ্ছি ভীরুতা হতে, আমি তোমার কাছে আরও আশ্রয় চাই জীবন অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে, আমি আরও তোমার আশ্রয় চাই পার্থিব বিপর্যয় হতে এবং আরও আশ্রয় চাই কবরের শাস্তি হতে।

(সুনানু আত তিরমিজী: কিতাবুদ দা'ওয়াত, হা: নং ৩৫৬৭ (আলবানীর তাহ্ক্বীক্ব সূত্রে ছ্বহীহ্)

* তাসবীহ্, তাহমীদ ও তাকবীর পাঠ করা:

৩৩বার 'সুবহানাল্লাহ্', ৩৩বার 'আলহামদুলিল্লাহ' ৩৩বার 'আল্লাহু আকবার' এভাবে নিরানব্বই বার বলার পর নিম্নেলিখিত বাক্য পাঠ করে শততম পূর্ণ করা:

لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيٍّ قَدِيْرٌ.

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক ও তাঁর কোনো শরীক নেই। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র তিনিই। সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। *(ছ্বহীহ্ মুসলিম: কিতাবু মসাজিদ ও মাওয়াদ্বি'চ্ছালাত, হা: নং ১৩৫২)*

* আয়াতুল কুরসী পাঠ করা:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করবে তার জান্নাতে প্রবেশ করতে মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো অন্তরায় নেই।' *(সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ্ছ্বহীহ: আলবানী: হা: নং ৯৭২)*

নামাযে তাকবীর তাহরীমা থেকে শেষ বৈঠক পর্যন্ত সকল অবস্থানের নমুনা চিত্র



ছবি সূত্রঃ নবী (ছঃ) এর নামাযের পদ্ধতিঃ
পশ্চিম দ্বীরা ইসলামী সেন্টার রিয়াদ, সৌদি আরব।

Print : Silex Ctg. Ph. 620829